বৌদ্ধধর্মে মার দর্শন

অধ্যাপক ধর্মরক্ষিত মহাথের

কল্পতরু ধর্মীয় বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূলবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি মুক্তিকামী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhikkhu

বৌদ্ধধর্মে মার দর্শন

অধ্যাপক ধর্মরক্ষিত মহাথের

"Boudhadharme Mara Darsan" Written by Dharma Rakshit Mahathera, Priest-in-Charge Kanaka Stupa Vihara. Lecturer Lalmai College (Pali Dept.) Principal Samboddhi Pali and Sanskrit College, Religious Teacher Bagmara High School, Comilla, Bangaldesh 1999.

প্রকাশকঃ শ্রী সুবিমল বড়ুয়া
শ্রীমতি রত্না বড়ুয়া
গ্রামঃ- মির্জাপুর
থানাঃ- হাটহাজারী
জেলাঃ- চট্টগ্রাম
মুদ্রণেঃ প্রশ্নপত্র, রয়েল সুপার ম্যানসন,
মনোহরপুর কুমিল্লা
কম্পিউটার কম্পোজ ঃ নূপুর চ্যাটার্জী
প্রকাশকালঃ- আষাঢ়ী পূর্ণিমা
২৫৪৩ বুদ্ধবর্ষ
শ্রদ্ধাদানঃ-২৫.০০ টাকা
প্রাপ্তিস্থানঃ-
শ্রী ধর্মরক্ষিত মহাথের
অধ্যক্ষ
কনকস্তুপ বৌদ্ধবিহার
কুমিল্লা

উৎসর্গ

স্বর্গীয় সুধাংশু বিমল বড়ুয়া
প্রাক্তন , এম,এল,এ

স্বর্গীয় সাগরপ্রভা বড়ুয়া

স্বর্গীয় পিতা সুধাংশু বিমল বড়ুয়া

প্রাক্তন এম, এল, এ,

স্বর্গীয়া মাতা সাগর প্রভা বড়ুয়ার পুণ্যস্মৃতি

উদ্দেশ্যে

উৎসর্গ করলামঃ-

ভক্তি প্রণত

প্রকাশকবৃন্দ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১। লেখকের কথা	১-৩
২। প্রকাশকদের প্রতিবেদন	৪
৩। ভূমিকা	৫-৮
৪। মার পরিচিতি	৯
৫। মারের প্রকারভেদ	১০
৬। স্কন্ধ মার	১১
৭। মৃত্যু মার	১১-১২
৮। ক্লেশ মার	১৩
৯। অভিসংস্কার মার	১৩-১৪
১০। দেবপুত্র মার	১৫-১৬
১১। সংযুক্ত নিকায়ে মার	১৭-২০
১২। প্রধান সূত্রে মার	২১-২৩
১৩। জাতক নিদানে মার	২৪-২৯
১৪। মহাপরিনির্বাণ সূত্রে মার	৩০-৩৩
১৫। ধর্মপদে মার	৩৪
১৬। মহাবগ্গে মার	৩৫-৩৬
১৭। মধ্যম নিকায়ে মার	৩৭-৩৯
১৮। থেরী গাথায় মার	৪০-৪২
১৯। বিমান বত্থু গ্রন্থে মার	৪৩
২০। বুদ্ধ চরিত গ্রন্থে মার	৪৪-৪৭
২১। উপসংহার	৪৮-৪৯
২২। তথ্য নির্দেশ	৫০-৫৬

লেখকের কথা

মহামাণব গৌতম বুদ্ধ জগতের আত্যন্তিক দুঃখ, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর হাত হতে মুক্তির অভীপ্সায় ঊনত্রিশ বছর বয়সে সংসারের মায়া-মোহের নাগপাশ ছিন্ন করে গৃহত্যাগ করেছিলেন। তিনি ছয় বছর কঠোর সাধনার পর পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে বোধিজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ হন। ভগবান বুদ্ধ পঁয়তাল্লিশ বছর ব্যাপি দেব-মাণবের হিতার্থে ধর্ম দেশনা করে আশি বছর বয়সে পরিনির্বাণ লাভ করেন।

ভগবান বুদ্ধের জীবনী পাঠে জানা যায়, তিনি এক শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে পরম দুর্লভ বুদ্ধত্ব লাভ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বজ্রাসনে উপবিষ্ট হলেন। তখনই পাপমতি মার তাঁকে সংকল্প হতে চ্যুত করার জন্যে অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু পাপমতি মার ব্যর্থ হয়ে সে স্থান ত্যাগ করে। এরপর মার বিভিন্ন সময়ে ভগবান বুদ্ধকে এবং তাঁর কয়েকজন শ্রাবক-শ্রাবিকাকে বিপথগামী করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। দেখা যায় মার ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভের তিনমাস পূর্বেও শুভ মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধকে আগামী বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে পরিনির্বাণ লাভ করার জন্য বুদ্ধ হতে সম্মতি আদায় করেছিল।

ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে এবং বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে মার সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। এ কারণে মার শব্দটি বৌদ্ধদের নিকট অতি সুপরিচিত। কিন্তু আমার জানা মতে, আজও এ মার সম্পর্কে কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। এ সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করার জন্য দীর্ঘদিন হতে চিন্তা করে আসছিলাম।

সেজন্য ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করে আমি আজ পর্যন্ত মার সম্পর্কে যতটুকু জানতে সক্ষম হয়েছি-এর উপর ভিত্তি করেই 'বৌদ্ধধর্মে মার দর্শন' নামক একটি পাণ্ডুলিপি পুস্তকাকারে ছাপাবার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ চেষ্টা করেছিলাম। আজ ক্ষুদ্রাকারে হলেও গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আনন্দ অনুভব করছি।

গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার জন্য কয়েকজন বিদগ্ধ পন্ডিতদের গ্রন্থ হতে সাহায্য গ্রহণ করেছি। অনেক শ্রদ্ধাবান দায়ককে গ্রন্থটি ছাপিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করি।

শেষ পর্যন্ত বাঙালী বৌদ্ধ সমাজের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য, চট্টগ্রামের মহামুনি এংলো পালি ইনষ্টিটিউটের সাবেক প্রধান শিক্ষক, বাঙালী বৌদ্ধ সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে চীন-জাপান, মঙ্গোলিয়া, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, শ্রীলংকা, নেপাল ভারতসহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণকারী স্বর্গীয় বাবু সুধাংশু বিমল বড়ুয়ার চতুর্থ পুত্র বিশিষ্ট শ্রদ্ধাবান দায়ক শ্রী সুবিমল বড়ুয়া ও তাঁর সহধর্মিনী শ্রীমতি রত্না বড়ুয়াকে এই পুস্তকটি প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করি। আমার অনুরোধে তাঁরা এই পুস্তকটি প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা ও আর্থিক সাহায্যে এ পুস্তকটি প্রকাশ করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছি। শ্রী সুবিমল বড়ুয়া তাঁর পরপারগত মাতা-পিতার উদ্দেশ্যে এই পুস্তকটি প্রকাশ করে যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, সেজন্য তাঁকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মাতা-পিতার অনন্ত গুণ স্মরণ করে ধর্ম গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে তাঁদের পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য পুণ্যদান করে মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার কারণে তিনি সর্বজন প্রশংসিত হয়েছেন। এ কারণে আমি শ্রদ্ধবান দায়ক শ্রী সুবিমল বড়ুয়া ও তাঁর সহধর্মিনী শ্রীমতি রত্না বড়ুয়ার সুখময় দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

পুস্তকটি লেখার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ সুকোমল বড়ুয়ার প্রেরণার জন্য তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করছি। ডঃ সুকোমলের সাথে আমার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। বিভিন্ন সভা ও সেমিনার সহ শিক্ষামূলক বিভিন্ন কর্মশিবিরে তাঁর সাথে কাজ করার সুযোগ লাভ করি। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড অনুমোদিত উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর জন্য পালি সিলেকসন্স এর যৌথ লেখক হিসেবে তাঁর সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠে। তখন তিনি মার সম্পর্কে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখার জন্য অনুরোধ জানান। তাঁর অনুরোধে এই পান্ডুলিপি তৈরী করার পর তাঁকে ভূমিকা লেখার জন্য অনুরোধ জানাই। তিনি পান্ডুলিপিটির আদ্যোপান্ত পাঠ করে স্বল্পদিনের মধ্যে একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে পুস্তকটির গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। সে জন্য আমি তাঁকে আন্তরিকভাবে আশীর্বাদ করি।

এ পুস্তক প্রকাশনার সময় বিশিষ্ট লেখক শ্রী সুভাষ কান্তি বড়ুয়া আমাকে নানাভাবে সাহায্য করে। এছাড়া অন্যান্য যারা আমায় সাহায্য করেছেন তারা হলেন , শ্রী মান শীলভদ্র ভিক্ষু , শ্রী ভূপেন্দ্র চন্দ্র পাল , শ্রী যতীন্দ্র চন্দ্র সিংহ , পন্ডিত বিউটি রানী দে কাব্যতীর্থ , পন্ডিত রীতা রানী বণিক কাব্যতীর্থ, কুমারী সুপর্ণা পাল। সেজন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রশ্নপত্র প্রেসের মালিক খন্দকার গোলাম আকবর মহোদয়ের সার্বিক সহযোগিতায় এ পুস্তকটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে বলে তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রথম প্রকাশে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাবে যা একান্তভাবে সত্য। আশা করি পাঠকগণ সে ভুল ত্রুটির দিকে লক্ষ্য না করে গ্রন্থটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় পাঠ করে ভবিষ্যতে যাতে দীর্ঘ কলেবরে পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত আকারে প্রকাশ করতে পারি সেজন্য সকলের পরামর্শ ও উপদেশ কামনা করি।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা
২৫৪৩ বুদ্ধবর্ষ

শ্রী ধর্মরক্ষিত মহাথের
অধ্যক্ষ
সম্বোধি পালি ও সংস্কৃত কলেজ
ও
কনকস্তুপ বৌদ্ধবিহার
কুমিল্লা

শ্রী সুবিমল বড়ুয়া ও শ্রী মতি রত্না বড়ুয়া।

প্রকাশকের প্রতিবেদন-

"বৌদ্ধধর্মে মার দর্শন " গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক ধর্মরক্ষিত মহাথেরো একজন স্বনাম ধন্য বৌদ্ধ ভিক্ষু। ভারত-বাংলাদেশ সহ থেরবাদ বৌদ্ধ প্রধান দেশ সমূহে তিনি একজন সু-পরিচিত সাংঘিক ব্যক্তিত্ব। কুমিল্লা কনকস্তুপ বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতে তিনি দেশ-বিদেশের বহু সাহিত্যিক ও গবেষকদের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠে। তিনি ষাট দশক হতে অদ্যাবধি বৌদ্ধ সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস বিষয়ে অনেকগুলো তত্ত্ব বহুল প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। এসব বিষয় ব্যতিরেকেও তিনি থিয়োসফি সোসাইটি সম্পর্কীয় বিভিন্ন প্রবন্ধ সহ সনাতন ধর্ম সম্পর্কে অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ লেখে পন্ডিত সমাজে প্রশংসা লাভ করেছেন।

তিনি নিরলসভাবে বাগমারা উচ্চ বিদ্যালয়ে, লালমাই কলেজে এবং সম্বোধি পালি ও সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার কাজ করে আসছেন। লেখক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়ামে যোগদান করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত যৌথভাবে ৩য় ও ৫ম শ্রেণীর জন্য বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা এবং একাদশ - দ্বাদশ শ্রেনীর পালি সিলেকসন্স সহ বেশ কয়েকটি গবেষণা মূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

এর মধ্যে পূজনীয় ধর্মরক্ষিত মহাথের বৌদ্ধধর্মে মার দর্শন নামক একটি গবেষণা মূলক পান্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। তিনি আমাকে এ গ্রন্থটি প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করলে আমি ও আমার সহধর্মিনী শ্রীমতি রত্না বড়ুয়া রাজী হই। আমার স্বর্গীয় পিতা সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সমাজসেবী সদ্ধর্মের সেবক প্রয়াত সুধাংশু বিমল বড়ুয়া ও পুণ্যশীলা মাতা প্রয়াত সাগর প্রভা বড়ুয়ার অনন্ত গুণ স্মরণ করে তাঁদের পুণ্যবৃদ্ধি ও স্মৃতি রক্ষার্থে আমরা এ অর্থ সংকট সময়েও এ গ্রন্থটি প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। এ ধর্ম পুস্তক প্রকাশনার দ্বারা যে পুণ্য অর্জিত হয়েছে তা আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বর্গীয় মাতা পিতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম। পাঠকগণ এ গ্রন্থ পাঠ করে উপকৃত হবেন, এবং বৌদ্ধধর্মের একটা গুরুত্বপূর্ন বিষয়কে সুবিস্তৃত ভাবে জানার সুযোগ লাভ করবেন বলে আশা করি।

প্রকাশকাল
আষাঢ়ী পূর্ণিমা
২৫৪৩ বুদ্ধাব্দ
১৯৯৯ খৃঃ

বিনীত-প্রকাশকদ্বয়
শ্রী সুবিমল বড়ুয়া
ও
শ্রী মতি রত্না বড়ুয়া
গ্রামঃ মির্জাপুর , থানাঃ হাটহাজারী, জেলাঃ চট্টগ্রাম

ভূমিকা

'মার' বৌদ্ধধর্মে বহুল প্রচলিত শব্দ। শুধু বৌদ্ধধর্ম কেন, অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থে ও সাহিত্যে 'মার' সম্পর্কে অনেক বক্তব্য পাওয়া যায়। এ ছাড়া আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন অশুভ কর্মের মধ্যেও মারের কথা উল্লেখ করি। কোন অশুভ কর্মে কিংবা অমঙ্গল ও অন্তরায়কর অবস্থাকেও আমরা মারের আক্রমণ বলে মনে করি। বস্তুতঃ 'মার' একটি রূপক বিশেষ। এর প্রভাব বিচিত্র এবং বহুমুখী। মারের স্থায়ী কোন আকার আকৃতি আমরা পর্যবেক্ষণ করিনা, তবে আমাদের চিন্তায়-চেতনায় ও মনের ক্রিয়াশীলতার মধ্যে মারের অশুভ প্রভাব লক্ষ্য করে থাকি।
আমরা জানি সিদ্ধার্থ গৌতমের জীবনে মারের ভূমিকা ছিল অত্যধিক। সিদ্ধার্থ জীবনের প্রথম থেকেই বুদ্ধত্ব লাভ করা পর্যন্ত এবং এমন কি পরিনির্বাণের পূর্বেও মারের অশুভ ক্রিয়াশীলতা আমরা লক্ষ্য করি।

'মার' এ শব্দটি সংস্কৃত - √ মৃ+ নিচ্+অ (তৃ.ভা) এই ধাতু প্রত্যয়ে গঠিত। মারের বহু প্রতিশব্দ আছে, যেমন পাপিমা, কণ্হ, অন্তক, নমুচি, প্রমত্তবন্ধু প্রভৃতি। বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যেও মারের অনেক প্রতিশব্দ পাওয়া যায়; যেমন - অনঙ্গ, মিনকেতন, মদন, মন্মথ, পুষ্পধনু ও পঞ্চশর প্রভৃতি। অন্যদিকে রাগ, দ্বেষ, মোহ ও মাৎসর্য প্রভৃতি অকুশল মনোবৃত্তিকেও মার বলা হয়। মার ভয় ভীতি সন্ত্রাস ও লোমহর্ষক উৎপাদনকারী এবং সাফল্যের প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী। অন্যদিকে বলা যায়- মুক্ত সুস্থ ও সুন্দর চিন্তার বিরোধক শক্তি হলো মার। মারের শক্তি দুর্দমনীয় ও পরাক্রমশীল। সংযুক্ত নিকায়ের, মার সংযুক্তে, জাতক সাহিত্যে, বুদ্ধচরিত, ললিত বিস্তর, সুত্তনিপাত ও ধম্মপদ অট্ঠকথায় মার সম্পর্কে নানান বর্ণনা দৃষ্ট হয়। পালি ভাষায় মারের সংজ্ঞা হলো -'এত্থ মারোতি সত্তে অনন্তে নিয়োজেন্তো মারেতী'তি মারো'- অর্থাৎ সত্ত্বগণকে অনর্থে বা মিথ্যা মায়া মরিচিকার প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে দুঃখ কষ্টের আবর্তে ফেলে মারে

বলেই তাকে 'মার' বলা হয়। মূলতঃ চিন্তা জগতে অশুভ ভাবনার প্রভাবকেই তথাগত বুদ্ধ মাররূপে চিহ্নিত করেছেন। ইংরেজীতে মারকে বলা হয় The destroyer, the evil one,tempter প্রভৃতি। আভিধাণিক অর্থে 'মার' হলো অকুশল মনোবৃত্তি কিংবা রিপু সমূহের অপশক্তি। ত্রিপিটক সাহিত্যে উল্লেখ আছে- রতি, আরতি ও তৃষ্ণা নামে মারের তিন কন্যা এবং কাম ক্ষুধা পিপাসা প্রভৃতি তার অগণিত সৈন্য সামন্ত। অতএব এসব মার কন্যা এবং সৈন্য সামন্ত রীতিমত মানুষকে অকুশল কিংবা অমঙ্গলের পথে নিয়ে যায়, ধ্যান ও মঙ্গলের পথে মানুষের অন্তরায় ঘটায়।

মারের স্বরূপ বিবিধ বৌদ্ধ সাহিত্যে বিভিন্নরূপে এবং বিভিন্ন আবেশে মারের উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি। মারের স্বরূপ বিশ্লেষণে আরও দেখা যায় যে, বৌদ্ধ শাস্ত্রাদিতে তিনজন দেবতার নাম উল্লেখ আছে। তারা হলো - শক্র, মহাশক্র এবং মার। এদের মধ্যে শক্র ও মার কামদেব কামলোকের অধিপতি। মারের সহযোগী অথবা সৈন্য সামন্ত যেহেতু মারের প্রধান অবলম্বন মানুষের চেতনা শক্তিকে প্রভাবিত করে কিংবা অকুশল চিত্তকে প্রলোভিত করে সেহেতু মানুষের চিত্তকে সর্বদা নিয়ন্ত্রণে রাখতে তৎপর হতে হয়। সুতরাং প্ররোচিত চিত্তের সহায়ক শক্তিসমূহকে বলা হয় মারের সহযোগী বা মারের সৈন্য সামন্ত। সুত্ত নিপাত গ্রন্থে প্রধান সূত্রে তথাগত বুদ্ধ মারকে বলেছেন-

কামা তে পঠমা সেনা, দুতিয়া অরতি বুচ্চতি
ততিয়া খুপ্পিপাসা তে, চতুত্থী তণ্হা পবুচ্চতি।
পঞ্চমং থিনমিদ্ধং তে, ছট্ঠা ভীরু পবুচ্চতি,
সত্তমী বিচিকিচ্ছা তে, মক্খো থম্ভো তে অট্ঠমো।

অর্থাৎ- কাম তোমার প্রথম সৈন্য, দ্বিতীয় অরতি, তৃতীয় সৈন্য হলো ক্ষুৎ-পিপাসা, চতুর্থ সৈন্য বলা হল তৃষ্ণা। স্ত্যানমিদ্ধ বা আলস্য তন্দ্রা তোমার পঞ্চম সৈন্য, ভীরুতা হল

ষষ্ঠ, সপ্তম সৈন্য হল বিচিকিৎসা বা সন্দেহ এবং অষ্ঠম সৈন্য হল কুহনা বা জড়তা।

বৌদ্ধ সাহিত্যে পাঁচ প্রকার মারের সন্ধান পাওয়া যায়। যথা- ক্লেশ মার, অভিসংস্কার মার, দেবপুত্র মার, স্কন্ধ মার ও মৃত্যু মার। এই পাঁচ প্রকার মারকে বৌদ্ধ পরিভাষায়'পঞ্চমার' বলে অভিহিত করা হয়। এই পাঁচটি মারের কাজ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিদৃষ্ট হয়। যেমন - ক্লেশ মার, অভিসংস্কার মার ও দেবপুত্র মার এই তিন শ্রেণীর মার আর্য ও মার্গের উৎপত্তিক্ষণে পরাস্ত হয়। অন্যদিকে স্কন্ধ মার ও মৃত্যুমার পরিনির্বাণ প্রাপ্তির সময় অন্তিম চিত্তক্ষণে পরাভূত হয়। বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যেও পাঁচটি বাণের কথা উল্লেখ আছে। এই পাঁটি বাণকে পঞ্চবাণ বলে। পঞ্চবাণ হলো- সন্মোহন, উম্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন। এই পঞ্চবাণকে পুষ্পবাণও বলা হয়।
আমরা জানি, মার সাধক কিংবা ধ্যানকারীকে পরাস্ত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে থাকে। অতএব কোন সাধক বা ধ্যানকারী যদি এ সকল কামনা-বাসনা ও রিপুকে পরাজিত করতে না পারে তাহলে তার পক্ষে নির্বাণ লাভ করা কখনো সম্ভবপর নয়। কুমার সিদ্ধার্থ কিংবা সারিপুত্র মোদ্‌গলায়ন, আনন্দ, উপালি প্রমুখ শিষ্যগণ মারের অকুশলকে পরাজিত করে কিংবা সকল প্রকার কামনা বাসনা ও রিপুকে জয় করে নির্বাণ লাভ করেছিলেন।

উপসংহারে বলতে হয়, মার আমাদের চির শত্রু। বিশেষ করে কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ ও মোহ এগুলো মানুষের জীবনে অন্তরায় সৃষ্টি করে। মারের অন্তরায় কিংবা আক্রমণ থেকে রেহাই পেতে হলে আমাদের প্রয়োজন দৃঢ়ভাবে ধ্যান সমাধি করা এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা। একমাত্র শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার দ্বারাই মারের অকুশল বৃত্তিকে পরাজিত করা যায়।
শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত মহাথের 'বৌদ্ধধর্মে মার দর্শন' শীর্ষক পাণ্ডুলিপিটি আমি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। তিনি মার দর্শনের উপর সুন্দর একটি পাণ্ডুলিপি প্রণয়ণ করেছেন। তাঁর পাণ্ডুলিপিটিতে মারের পরিচিতি, মারের প্রকারভেদ, সংযুক্ত নিকায়ে মার, প্রধান সূত্রে

মার, জাতক নিদানে মার, মহাপরিনির্বাণ সূত্রে মার, ধর্মপদে মার, মধ্যম নিকায়ে মার, থেরীগাথায় মার, বিমানবত্থু গ্রন্থে এবং বুদ্ধ চরিত গ্রন্থে মারের নানাবিধ বর্ণনা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। মার সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা তাঁর এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঁর রচিত গ্রন্থটি যদিও ক্ষুদ্রাকৃতি বলে মনে হয়, কিন্তু এ গ্রন্থে লেখকের গভীর মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থটি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর শিক্ষার্থী তথা শিক্ষক গবেষকদের উপকারে আসবে। এমন কি সাধারণ পাঠক সমাজও এ গ্রন্থটি পাঠে উপকৃত হবেন বলে আমি আশাবাদী।

শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত মহাথের বাংলা-ভারত উপমহাদেশের স্বনামধন্য পন্ডিত ভিক্ষু। তিনি বৌদ্ধ সাহিত্য দর্শন ছাড়াও ইতিহাস, পুরাকীর্তি, ভাস্কর্য ও বৌদ্ধ শিল্পকলার উপরও অনেক মূল্যবান নিবন্ধ লিখেছেন। বলা বাহুল্য তিনি বর্তমান বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘে 'পন্ডিত ভিক্ষু' হিসেবে সমাদৃত। আমি যৌথভাবে তাঁর সঙ্গে দু'একটা কাজ করেছি। এতে আমি তাঁর পান্ডিত্য সম্পর্কে সম্যক অবগত হয়েছি। তাঁকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ বন্দনা।

আমি তাঁর সর্বাঙ্গীন নিরাময় জীবন কামনা করি এবং আগামীতে তাঁর নিকট থেকে আরও মূল্যবান গ্রন্থ পাওয়ার আশা করি।

ডঃ সুকোমল বড়ুয়া
সহযোগী অধ্যাপক
সংস্কৃত ও পালি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

হাউজ টিউটর নিবাস
অক্টোবর স্মৃতি ভবন
জগন্নাথ হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
তাং ১৭.৭.৯৯খ্রিঃ

বৌদ্ধধর্মে মার দর্শন

* মার পরিচিতিঃ-

বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনে চিরশান্তিময় নির্বাণ লাভের জন্য সাধনার পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী মারের প্রভাব ও অলৌকিক ক্ষমতার কথা পবিত্র ত্রিপিটক গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ রয়েছে। এসব কারণে ও স্থানভেদে মার বিভিন্ন নামে পরিচিতি লাভ করেছে। সংযুক্ত নিকায়ের অর্থকথা 'সারত্থ প্রকাশনী ' গ্রন্থে মারকে " মারো পাপিমা " এণহো , অধিপতি , বসবত্তী , অন্তকো ও পমত্তবন্ধু নামে অভিহিত করা হয়।[১]

সূত্র নিপাত গ্রন্থে মার নমুচি , পমত্তবন্ধু , কন্হ নামে পরিচিত ।[২] মহাপরিনির্বাণ গ্রন্থে মারকে 'মারো পাপিমা'[৩] বলা হয়েছে। সংযুক্ত নিকায়ের শুভসূত্রে মার 'পাপী'[৪] বলে উল্লেখিত। কবি অশ্বঘোষের বুদ্ধ চরিত গ্রন্থে মারকে 'মোক্ষদ্বিষং' বা 'মোক্ষরিপু'[৫] বলা হয়েছে। ইংরেজী ভাষায় মার - The Destroyer , The Death, The Evil one , The Tempter , Death personified , নামে পরিচিত।[৬]

মহাপরিনির্বাণ সূত্রের পরিশিষ্টে মার সম্পর্কে বলা হয়েছে " এত্থ মারোতি সত্তে অনত্থে নিয়োজেন্তো মারেতী' তি মারো " অর্থাৎ জীবগণকে অনর্থে নিয়োজিত করে মারে বলে এস্থলে মার বলা হয়েছে। পাপ ধর্মে সমন্নাগত বলে তাকে পাপিমা বলা হয়েছে। অন্যত্র মার , অন্তক , নমুচি এবং প্রমত্তবন্ধু নামেও পরিচিত।[৭]

সারত্থ প্রকাশনী অর্থকথায় উক্ত হয়েছে " মারো পাপিমা 'তি অত্তথো বিসয়ন অভিরূপি [illegible] পত্থে মারেতি তি মারো , পাপে নিয়োজেতি সয় ঞত্বা পাপে নিয়োজেতি [illegible] "।[৮]

এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, যাঁরা বিমুক্তি সাধনায় রত, তাঁরা কুশল কর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়ে অকুশল ভাবকে তিরোহিত করতে সচেষ্ট । মার তার প্রভাবের বাইরে যাতে সাধকগণ যেতে না পারেন , সেজন্য সাধকদের সাধনার পথে বাধা সৃষ্টি করে । বিভিন্ন সময়ে মার তার প্রভাবের দ্বারা সাধককে প্রভাবিত করে। কিন্তু যে সাধক দৃঢ়চেতা , বীর্যবান মার কোন ক্রমেই তাঁদেরকে প্রভাবিত করতে পারেনা। সংসার জীবনে যেরূপ দেখা যায়, অনেক দুষ্ট প্রকৃতির লোক সৎ ব্যক্তিদেরকে বিপথগামী করে , তেমনি মারও সাধক ব্যক্তিদেরকে কু-পথে ধাবিত করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে । মার রাজ্যের বাইরে মানুষ যেতে পারে না বলেই , মারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেক কুকর্ম করে মানুষ ইহ জীবনেই নারকীয় দুঃখ ভোগ করে থাকে। এ কারণে মার কাকে বলে; মারের স্বভাব প্রকৃতি কিরূপ এবং মারের প্রভাব হতে কিভাবে মুক্ত হওয়া যায় , সে সম্পর্কে মানুষের সম্যক ধারণা থাকলেই মানুষ স্বীয় জ্ঞান ও বীর্যবলে মার রাজ্য অতিক্রম করতে সক্ষম হবে।

* মারের প্রকার ভেদঃ-

মার হচ্ছে পাপকর্মকারী । সেজন্য মারকে পাপকর্মের রাজা বলা হয়ে থাকে। মার সব সময়ই মানুষকে অমঙ্গল কাজে নিয়োজিত করে দুঃখ দেওয়াই মারের স্বভাব। সৎপথগামী মানুষকে কু-প্রলোভন দিয়ে অসৎ কর্মে নিয়োজিত করাই মারের প্রধান কাজ। ত্রিপিটকে প্রকার ভেদে পাঁচ প্রকার মারের কথা উল্লেখিত হয়েছে। সেই পাঁচ প্রকারের মার হল,-

১. স্কন্ধ মার (Aggregates)
২. মৃত্যু মার (Death)
৩. ক্লেশ মার (Passion)
৪. অভিসংস্কার মার (Kamic activities)

৫. দেবপুত্র মার (Deity Mara)

নিম্নে যথাক্রমে পাঁচ প্রকার মারের বিবরণ দেওয়া হল-

* স্কন্ধ মার ঃ-

রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞানকে পঞ্চস্কন্ধ বলা হয় । বৌদ্ধদর্শন মতে এ জীবদেহ পঞ্চস্কন্ধ সমন্বয়ে গঠিত । এ পঞ্চস্কন্ধ শাশ্বত নয় । পঞ্চস্কন্ধ নাম ও রূপ নামে দুভাগে বিভক্ত । বত্রিশ প্রকার অশুচি সমন্বয়ে রূপ গঠিত । সে রূপ হল কেশ,লোম, নখ,দন্ত ও ত্বক ইত্যাদি । বেদনা , সংজ্ঞা , সংস্কার ও বিজ্ঞান হল নামের অন্তর্গত। বৌদ্ধ দর্শন অনুযায়ী এ পঞ্চস্কন্ধ অনিত্য , দুঃখ ও অনাত্মের অন্তর্ভূক্ত । তৃষ্ণার কারণেই এ পঞ্চস্কন্ধের উৎপত্তি হয়। সর্বক্ষণ উদয় - বিলয় হচ্ছে এর স্বভাবত গুণ। এ পঞ্চস্কন্ধ দুঃখের আগার বলে এগুলোকে মার বলা হয়েছে। স্কন্ধমার অনুপাদিশেষ নির্বাণ প্রাপ্তির সময় অন্তিম চিত্তক্ষণে আবির্ভূত বা পরাস্ত হয়। অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধ বোধিদ্রুম মূলে কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে লোভ- দ্বেষ- মোহকে সমূলে ধ্বংস করে সোপাদিশেষ নির্বাণ লাভ করেন। বুদ্ধ আশি বছর বয়সে কুশীনগরের মল্ল রাজাদের যুগ্ম শালবৃক্ষমূলে রূপ স্কন্ধের অবসানে অনুপাদিশেষ নির্বাণ লাভ করেন। সেক্ষণেই স্কন্ধমার বিধ্বংস হয়। এর দ্বারা বুঝা যায় পঞ্চস্কন্ধ সমন্বিত এ দেহই দুঃখের আগার বলে তা মার রূপে পরিচিত। নির্বাণ ধাতুতে লীন না হওয়া পর্যন্ত কেউ এ স্কন্ধমারকে অতিক্রম করতে পারে না।

* মৃত্যু মারঃ-

" জাতস্য হি ব্রুবো মৃত্যুঃ" । জাতের মৃত্যু ধ্রুব সত্য। মৃত্যু বলতে সত্ত্বগণের বর্তমান দেহের নাম ও রূপ স্কন্ধের চ্যুতি , চবনতা , অন্তর্ধান, কালক্রিয়া বা কালনিক্ষেপ বুঝায়। তাই স্পষ্টতঃ বুঝা যায় , পঞ্চস্কন্ধ বা পঞ্চভৌতিক দেহের পতন অবশ্যম্ভাবী ।

সকল জীব মাত্রই মৃত্যুর অধীন বলে জন্ম ধারণ দুঃখকর। জন্ম হলে মৃত্যু হবে। কেউ মৃত্যু পথকে রোধ করতে পারবে না। তাই মানুষ ইচ্ছা করলে সাধনার দ্বারা জন্মের কারণকে রোধ করতে পারে, কিন্তু ত্রিলোকের মধ্যে মৃত্যুকে কেউ রোধ করতে পারেনি, পারবেনা । ভগবান বুদ্ধ আশি বছর বয়সে পরিনির্বাণ প্রাপ্তির পর স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র সংস্কার মাত্রই যে উদয় - বিলয়ের অধীন -তা স্মরণ করে উচ্চারণ করলেন-

"অনিচ্চা বত সঙ্খারা উপ্পাদবয়ধম্মিনো
উপ্পজ্জিত্বা নিরুজ্ঝন্তি তেসং বুপসমো সুখো'তি "।[৯]

অর্থাৎ সংস্কার মাএই একান্ত অনিত্য , এবং উৎপাদক ও ব্যয়শীল , উৎপন্ন হয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সে সংস্কার সমূহের উপশম অসংস্কৃত নির্বাণই পরম সুখ।

শ্রীমদ্ভগবতগীতায় আত্মা অবিনাশী হলেও দেহধারীকে অবশ্যই মৃত্যু বরণ করতে হয় বলে -শ্রী কৃষ্ণ অর্জুনকে এ বলে উপদেশ দিয়েছিলেন -,

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়,
নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি
সংযাতি নবানি দেহী।[১০]

মানুষ যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে , দেহীও তেমনই জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে ।

মৃত্যু কারো অভিপ্রেত নয়। তবুও সত্ত্ব মাত্রই এ অমোঘ বিধানকে মেনে নিতে হয়। মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তি অপেক্ষা তার প্রিয়জনেরা বিয়োগজনিত কারণে অসহনীয়

অন্তর্দাহ ভোগ করে থাকে। মৃত্যু রূপ মার যতকাল পর্যন্ত মানুষ নির্বাণ রাজ্যে প্রবেশ না করে , ততকাল পর্যন্ত মানুষকে গ্রাস করে থাকে । সেজন্য মৃত্যু মার যাতে সাধকগণ তার ক্ষমতার নাগালের বাইরে গিয়ে নির্বাণ লাভ করতে না পারে সেজন্য কু-পথে পরিচালিত করতে সচেষ্ট থাকে।

* ক্লেশ মারঃ-

ক্লেশ বাংলা শব্দটির পারিভাষিক পালি ভাষায় কিলেস বুঝায়। ইংরেজী ভাষায় - Passion , Lust , depravity, impurity -বুঝায়। পালি ভাষায় কাম, ক্খয়, প্পহাণ বুঝায়। প্রকৃত পক্ষে ক্লেশ শব্দের অর্থ হল চিত্তের কালিমা । চিত্ত সর্বদাই স্বচ্ছ আয়নার ন্যায় নির্মল। স্বচ্ছ আয়নায় যেরূপ ধূলা বালি দ্বারা আচ্ছন্ন হলে প্রকৃত প্রতিবিম্ব অপ্রচ্ছন্ন হয় তেমনি লোভ - দ্বেষ- মোহ রূপ আয়না দ্বারা প্রচ্ছন্ন চিত্ত ক্লেশ মার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। অভিধর্মে ঊননব্বই প্রকার চিত্তকে কামাবচর, রূপাবচর , অরূপাবচর ও লোকোত্তর ভেদে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এ ঊননব্বই প্রকার চিত্ত বায়ান্ন প্রকার চৈতসিক ধর্মের সংস্পর্শে এসে প্রতিক্ষণেই ক্লেশ মার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। ক্লেশের প্রভাবে পৃথগ্জন বিভ্রান্ত হয়ে নানা প্রকার পাপকর্মে লিপ্ত হয়। এহেতু তারা ইহ জীবনেই মহাদুঃখ ভোগ করে । মৃত্যুর পর নরক ,তির্যক, প্রেত ও অসুর ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করে অনন্তকাল ধরে অপায় দুঃখ ভোগ করে। আবার কেউ সুগতি ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করলেও ক্লেশ মারের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে চির শান্তিময় নির্বাণ লাভ হতে বঞ্চিত হয়। এ ক্লেশমার বাইরের কোন অপশক্তি নয়, চিত্তের মধ্যেই এর উৎপত্তি।

* অভিসংস্কার মারঃ-

অভিসংস্কার মার ভোগ চেতনা মার নামে পরিচিত। অভিসংস্কার প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত। যথাঃ- ক) পুঞ্ঞাভিসঙ্খারা খ) অপুঞ্ঞাভিসঙ্খারা, গ) আনেঞ্জাভিসঙ্খারা।

সংস্কার জন্মের হেতু সৃষ্টিকারী । যেমনঃ- কুম্ভকার কাদামাটিকে পরিমর্দন করে ঘট বানাতে প্রস্তুতি নেয়, তেমনি অভিসংস্কার মারও মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করে চিরশান্তিময় নির্বাণ লাভের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। পুঞ্ঞাভিসঙ্খারা অর্থাৎ পুণ্যাভিসংস্কার মার দ্বারা সত্ত্বগণ হয়ত কামলোক , রূপলোক , ও অরূপলোকে জন্মগ্রহণ করে । কিন্তু সমূলে তৃষ্ণা ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত ভবান্তরে বার বার জন্ম গ্রহণ করে আত্যন্তিক দুঃখ ভোগ করে। তাই পুণ্যাভিসংস্কার মারও সত্ত্বদেরকে নির্বাণ প্রাপ্তির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। চার অরূপ ধ্যান ভূমিতে উৎপন্ন সত্ত্বগণ কর্মবশে পুনরায় ভবার্ণবে গর্ভাশয়ে জন্ম নিয়ে দুঃখ ভোগ করতে হয়। এজন্য দেখা যায় সাংখ্য দর্শন মতবাদের সাধক রাম রুদ্রকপুত্র এ চার ধ্যানভূমি সম্পর্কে গৌতম সিদ্ধার্থকে অবগত করেছিলেন । কিন্তু এ ধ্যান স্তরে উপনীত হওয়ার পরও জন্ম বীজের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে বলে গৌতম সিদ্ধার্থ সংজ্ঞা -বেদয়িত নিরোধ ধ্যান লাভ করে অভিসংস্কার মারের প্রভাবে ঊর্ধ্বে উপনীত হয়ে জন্ম মৃত্যুর পথকে রোধ করতে সমর্থ হয়েছেন। পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেও দুঃখ ভোগ করে বলে অভিসংস্কার মার নামে অভিহিত হয়েছে।

অপুণ্যাভিসংস্কার সব সময় সত্ত্বগণ যাতে পুণ্যকর্ম দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করে মার রাজ্যের নাগালের বাইরে না যেতে পারে, সেজন্য সব সময় এ প্রভাব সত্ত্বগণের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। এ মারের প্রভাবে সত্ত্বগণ জন্মান্তকাল ব্যাপি দুঃখ ভোগ করে । তারা এ মারের প্রভাবে প্রভাবিত হয় বলে নির্বাণ লাভে সমর্থ হয় না। এ মার সত্ত্বগণকে ভোগমুখী করে তুলে। ভোগই দুঃখের কারণ সৃষ্টি করে । কেবল মাত্র যারা দৃঢ়চেতা ব্যক্তি বা সাধক তাঁরাই এ মার রাজ্য অতিক্রম করে সুখময় নির্বাণ রাজ্যে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়।

আনেজ্ঞাভিসঙ্খারা হল-, উৎপন্ন সংস্কার সমূহ চিত্তের মধ্যে বদ্ধমূল স্থায়ী স্থান করে নেওয়া এর প্রধান কাজ। এ জন্যে ইহা চিত্ত হতে অপসৃত হতে চায় না । এ মার পুণ্য এবং অপুণ্য যা কিছুই হউক না কেন এতে সত্ত্বগণ কখনও দুঃখ হতে মুক্তি পায়না।

বৌদ্ধ দর্শন মতে চির মুক্তি পেতে হলে পুণ্য-অপুণ্যের অতীত হতে হবে । রতন সূত্রে তাই বলা হয়েছে-,

" খীণং পুরাণং নবং নত্থি সম্ভবং ,
বিরত্তচিত্তা আয়তিকে ভবস্মিং,
তে খীণবীজা অবিরূল্হিছন্দা
নিব্বন্তি ধীরা যথায়ং পদীপো " [১১]

অর্থাৎ - মার্গজ্ঞান দ্বারা যে ক্ষীণাস্রবগণের পুরাতন রাগ, দ্বেষ ও মোহ সমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়েছে। অগ্নিদগ্ধ বীজের ন্যায় নুতন অঙ্কুর উদ্‌গত হতে পারেনা, এবং পুনঃ জন্মের চিত্ত বিমুক্ত। তাঁদের কর্ম-ক্ষয় -জ্ঞানে পুনর্জন্মের বিজ্ঞান বীজ ক্ষীণ এবং পুনরুৎপত্তির অভিলাষ নেই । সে পন্ডিতগণ এই প্রদীপের ন্যায় নির্বাণ প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

* দেবপুত্র মারঃ-

বৌদ্ধদর্শন মতে , ৩১ প্রকার লোকভূমি রয়েছে। এর মধ্যে চার অপায় ভূমির উর্ধ্বে সপ্তকাম সুগতি ভূমি বিদ্যমান । সে সপ্ত কাম সুগতি ভূমি হল;

ক) মনুষ্য লোকভূমি
খ) চতুর্মহারাজিক
গ) ত্রয়ত্রিংশ
ঘ) যাম
ঙ) তুসিত
চ) নির্মানরতি
ছ) পরনির্মিত বশবর্তী

এ সপ্ত-কামসুগতি ভূমিতে কামাবচর চিত্তের অস্তিত্ব থাকে বলে এ সপ্ত স্বর্গ ভূমিকে কামলোক বলা হয়। দেবপুত্র মার পরনির্মিত বশবর্তী দেবলোকে বাস করে । এ দেবপুত্রের অলৌকিক শক্তির অনেক কথা ত্রিপিটক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। এ দেবপুত্র মারই অলৌকিক শক্তির দ্বারা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে । কোন সত্ত্বই যাতে কামলোকের ঊর্ধ্বে যেতে না পারে সেজন্য তার অকুশল শক্তির প্রয়োগ করে থাকে। গণনানুসারে মনুষ্যলোকে ষোলশত বছরে পরনির্মিত বশবর্তী স্বর্গের এক দিবা রাত্রি হয় । দেবতাদের গণনায় তাদের পরমায়ু ষোলশত বৎসর । মানুষের গণনায় নয় লক্ষ একুশ হাজার কোটি , ষাট লক্ষ বছর । এ দেবপুত্র মার যাতে সত্ত্বগণ কামলোকের নাগালের বাইরে গিয়ে নির্বাণ লাভ না করতে পারে সেজন্য সে চির প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে সাধকদেরকে সাধনার পথে বাধা সৃষ্টি করে থাকে।

এ দেবপুত্র মার সম্রাট অশোকের আয়োজিত তৃতীয় ধর্ম সংগীতির সময় তার অকুশল শক্তি প্রয়োগ করেছিল। ধর্ম সংগীতি বন্ধ করার জন্য প্রবল শিলাবৃষ্টি ও ঝড় ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করে। তখন অর্হৎ ভিক্ষুগণ বুঝতে পারলেন , দেবপুত্র মারই এরূপ উপদ্রব সৃষ্টি করেছে। সেজন্য দেবপুত্র মারকে দমন করার জন্য অর্হৎ উপগুপ্তকে নির্বাচন করলেন। উপগুপ্তও বিভিন্ন প্রকার ঋদ্ধির সাহায্যে মারের উপদ্রব বন্ধ করেছিলেন।

অর্হৎ উপগুপ্ত চিন্তা করলেন এ দেবপুত্র মার অত্যন্ত ধূর্ত। তাকে সম্পূর্ণরূপে দমন করতে না পারলে ধর্ম সংগীতিতে বিভিন্ন বাধা সৃষ্টি করবে। তখন অর্হৎ উপগুপ্ত ঋদ্ধি শক্তির প্রভাবে মারকে বন্দী করে গলায় একটা পঁচা কুকুর বেঁধে পাহাড়ের গুহায় ফেলে রাখে। তখন মার অত্যন্ত আক্ষেপ করে বলল- আমি সম্যক সম্বুদ্ধকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। তবু তিনি কোনদিন আমায় এরূপ কষ্ট দেননি । মানুষের আয়ু অপেক্ষা আমার আয়ু অনেক বেশী। অর্হৎ উপগুপ্তের মৃত্যুর পর আমার প্রভাব আবার সর্বত্র বিস্তৃত করব। অর্হৎ উপগুপ্ত মারের এরূপ দম্ভোক্তি শ্রবণ করে তিনি বুদ্ধের সাসনের আয়ুস্কাল যতদিন থাকবে, ততদিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য সংকল্প গ্রহণ করলেন।

এদিকে নাগরাজ অর্হৎ উপগুপ্তের আয়ু বৃদ্ধির কথা জানতে পেরে তাঁকে নাগলোকে নিয়ে গেলেন। উপগুপ্ত বর্তমানে নাগলোকে বাস করছেন।[১২]

* সংযুক্ত নিকায়ে মারঃ-

এ প্রেক্ষাপটে বলা যায়, বৌদ্ধ সাহিত্যে তৃষ্ণার অপদেবতা মারের কথা সংযুক্ত নিকায় গ্রন্থে সবিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। এ অধ্যায়ে তিনটি বর্গ আছে। সেগুলি হলঃ-

প্রথম বর্গঃ-

(ক) তপোকম্ম সুত্তং

(খ) নাগ সুত্তং

(গ) সুভ সুত্তং

(ঘ) পঠমপাস সুত্তং

(ঙ) দুতিয়পাস সুত্তং

(চ) সপ্প সুত্তং

(ছ) সুপ্পতি সুত্তং

(জ) নন্দন সুত্তং

(ঝ) পঠম আয়ু সুত্তং

(ঞ) দুতিয় আয়ু সুত্তং

দ্বিতীয় বর্গঃ-

(ক) পাসাণ সুত্তং

(খ) সীহ সুত্তং

(গ) সকলিক সুত্তং
(ঘ) প্রতিরূপ সুত্তং
(ঙ) মানস সুত্তং
(চ) পত্ত সুত্তং
(ছ) আয়তন সুত্তং
(জ) পিত্ত সুত্তং
(ঝ) কস্‌সক সুত্তং
(ঞ) রজ্জ সুত্তং
তৃতীয় বর্গঃ-
(ক) সম্বহুল সুত্তং
(খ) সমিদ্ধি সুত্তং
(গ) গোধিক সুত্তং
(ঘ) সত্তবস্‌স সুত্তং
(ঙ) মারধীতু সুত্তং

এ তিনটি বর্গে মোট সতেরটি অধ্যায় রয়েছে। প্রত্যেক অধ্যায়ে দেখা যায়, বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করার পর বিভিন্ন স্থানে নির্জনে ধ্যানরত থাকা অবস্থায় বুদ্ধকে সাধনা হতে ভ্রষ্ট করার জন্য মার বিভিন্ন প্রকার বাক্য উচ্চারন করত। কিন্তু ভগবান বুদ্ধ দিব্যজ্ঞান দৃষ্টিতে মারকে দর্শন করতেন এবং এটি যে মারের উক্তি তা বুঝতে সক্ষম হতেন। তখন ভগবান বুদ্ধ মারের কথার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যুত্তরে অর্থযুক্ত বাক্য বা শ্লোক উচ্চারণ করলে মার বুদ্ধকে ত্যাগ করে সে স্থান হতে চলে যেত। যেমন- সংযুক্ত নিকায়ের প্রথম বর্গে তপোকম্ম সূত্রে দেখা যায়-, ভগবান বুদ্ধ যখন দুস্কর কর্মের কথা

নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অজপাল নিগ্রোধ বৃক্ষমূলে বসে চিন্তা করছিলেন সে সময় পাপমতি মার এসে বুদ্ধকে বললেন-,

" অনত্থসংহিতং ঞত্বা যং কিঞ্চি অমরং তপং,
সব্বং অত্থাবহং হোতি পিয়ারিত্তং ব ধম্মনি;
সীলং সমাধিং পঞ্ঞঞ্চ মগ্গং বোধায় ভাবয়ং
পত্তোস্মিং পরমং সুদ্ধিং নিহতো ত্বমসিঁ অন্তকীতি।"[১৩]

পাপমতি মার ছিল অলৌকিক শক্তির অধিকারী। এক সময় ভগবান বুদ্ধ নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অজপাল নামক বৃক্ষ নীচে ধ্যানরত হলেন। চারিদিকে অন্ধকার । তখন মার বুদ্ধকে ভয় প্রদর্শন করার জন্য বিশালাকার হস্তী বেশ ধারণ করে বুদ্ধের সামনে এসে ভীষণ রব করল। আক্রমণ করার জন্য উদ্ধত হল। কিন্তু এতে বুদ্ধ বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না । ভগবান বুদ্ধ এ হস্তী প্রকৃতপক্ষে মার বলে বুঝতে পারলেন। তখন ভগবান বুদ্ধ মারকে পরাভূত করার জন্য বললেন-,

"সংসরং দীঘমদ্ধানং
বণ্ণং কত্বা সুভাসুভং,
অলং তে তেন পাপিমা
নিহতো ত্বমসি অন্তকা' তি।"[১৪]

মার এভাবে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে ভগবান বুদ্ধকে ধ্যান হতে চ্যুত করার জন্য চেষ্টা করে। প্রথম বর্গের ৮নং নন্দন সূত্রেও দেখা যায় মার ভগবান বুদ্ধকে সংসারের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য বললেন-,

" নন্দতি পুত্তেহি পুত্তিমা,
গোমিকো গোহি তথেব নন্দতি

উপধীহি নরস্স নন্দনা
ন হি সো নন্দতি যো নিরূপধি' তি।"[১৫]

অর্থাৎ ঃ- যার পুত্র আছে সে পুত্রতে , গরুর মালিক গরুতে আনন্দ পায়। আর যে মানুষের বন্ধন আছে সে নন্দিত হয়। বন্ধনহীন ব্যক্তি আনন্দ পায়না। ভগবান বুদ্ধ মারের এ অনর্থযুক্ত বাক্য শ্রবণে বুঝতে পারলেন, এটি কোন সৎপুরুষের উক্তি নয়। এটি মারের উক্তি। কারণ সংসার বন্ধন মানুষের দুঃখ উৎপন্ন করে। বন্ধন দ্বারা মানুষের তৃষ্ণা লতার ন্যায় বর্ধিত হয়। তৃষ্ণার কারণে মানুষ সংসারে জন্ম গ্রহণ করে দুঃখ ভোগ করে। তাই সংসারে যাবতীয় বন্ধন ছিন্ন করাই মানুষের প্রধান কর্তব্য। তখন ভগবান বুদ্ধ মারকে উদ্দেশ্য করে বললেন,-

"সোচতি পুত্তেহি পুত্তিমা,
গোমিকো গোহি তথেব সোচতি
উপধীহি নরস্স সোচনা
ন হি সো সোচতি যো নিরূপধী 'তি।"[১৬]

অনন্তজ্ঞানী বুদ্ধ মারকে পরাভূত করার জন্য বললেন , পুত্রের কারণে পিতা অনুশোচনা করে। গরুর মালিক গরুর জন্য অনুশোচনা করে। যার বন্ধন নেই তাকে অনুশোচনা করতে হয় না। পাপমতি মার এসব কথা শ্রবণ করে বুদ্ধের নিকট হতে অন্যত্র গমন করল। মার সংযুক্ত অধ্যায়ে প্রথম বর্গের দশটি সূত্রের মধ্যে মার কি কি রূপ ধারণ করেছিল তা নিম্মোক্ত শ্লোকে বর্ণিত হল,-

" অপোকম্মঞ্চ নাগো চ সুভং পাসেন তে দুবে,
সপ্পো সুপ্পতি নন্দনং আয়ুনা অপরে দুবেতি।"[১৭]

দ্বিতীয় বর্গে দশটি সূত্রে দেখা যায়, ভগবান বুদ্ধ যখন রাজগৃহের গিজ্ঝকুট পর্বতে শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে রাজগৃহের মদ্রকুচ্ছি মিগদাবে কোশলের ব্রাহ্মণ গ্রামে , বৈশালীর কুটাগার শালায় , মগধের পঞ্চশালায় এবং হিমবন্ত প্রদেশে অরণ্য কুটিকায় বাস করছিলেন, তখন পাপমতি মার বিভিন্ন রূপ ধারণ করে ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে নানা ভাবে প্ররোচিত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু ভগবান বুদ্ধের নিকট মারের সমস্ত দূরভিসন্ধি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ দ্বিতীয় অধ্যায়ে মার কখন কিরূপে ধারণ করেছিল এ সম্পর্কে সংযুক্ত নিকায়ে উল্লেখ রয়েছে।

" পাসাণো সীহো সকলিকং,
পতিরূপঞ্চ মানসং।
পত্তং আযতনং পিন্ডং কস্সকং
রজ্জেন তে দসাতি।"[১৮]

তৃতীয় বর্গে পাঁচটি সূত্রে মার কি করেছিল তাও নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ-

" সম্বহুলা সমিদ্ধি চ গোধিক সত্তবস্সানি,
ধীতরং দেসিতং , বুদ্ধসেটেঠন
ইমং মারপঞ্চকন্তি "[১৯]

* প্রধান সূত্রে মারঃ-

এ সূত্রে মার ভগবান বুদ্ধকে কি ভাবে প্রলোভিত করার চেষ্টা করেছিল, এরই একটা সবিস্তৃত বর্ণনা ভগবান বুদ্ধের মুখ নিঃসৃত বাণীর মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, এক সময় তিনি নৈরঞ্জনা নদীর তীরে নির্বাণ লাভ করার জন্য যখন কঠোর ধ্যানে মগ্ন হলেন তখন মার করুন বাক্যে ভগবান বুদ্ধকে বললেন,- আপনি

প্রধান হবার জন্য যেভাবে কঠোর সাধনা আরম্ভ করেছেন সেজন্য আপনার দেহ কৃশও দুর্বল হয়েছে। আপনি মৃত্যুর সন্মুখীন হয়েছেন। আপনার জীবনের সহস্র ভাগ মৃত্যুর অধিকারে। হে ভগবান, জীবন শ্রেষ্ঠ । জীবন ধারণ করে পুণ্যকার্য সম্পাদন করুন। মার আরো বললেন,-

" By leading a life of celibacy and making fire sacrifices much merit could be acquired . What will you do with this striving ? Hard is the path of striving; difficult and not easily accomplished." [২০]

এরপর মার বুদ্ধকে লক্ষ্য করে বলল,- পৃথিবীতে যাঁরা প্রধান হতে ইচ্ছা করে তাদের পথ অত্যন্ত কঠিন দুর্গম এবং দুরতিক্রম্য। বুদ্ধ বললেন,- হে প্রমত্ত বন্ধু , তুমি কি কারণে এখানে এসেছ আমি বুঝেছি। সাধনার দ্বারা ভগবান বুদ্ধের রক্ত ও পিত্ত শোষিত হলে তাঁর সে চিত্ত প্রসন্ন হয় সে কথা নিজ মুখ দিয়ে প্রকাশ করলেন,-

" When blood dries up,the bile and phlegm also dry up. When my flesh wastes away, more and more does my mind get clarified. Still more do my mindfulness, wisdom, and concentration become firm." [২১]

তখন ভগবান বুদ্ধ পাপমতি মারকে লক্ষ্য করে বললেন,- আমি জেনেছি, কাম তোমার প্রথম সেনা , দ্বিতীয় অরতি কথিত হয়। তোমার তৃতীয় সেনা হল ক্ষুৎপিপাসা , চতুর্থ সেনা তৃষ্ণাকেই বলা হয়ে থাকে । স্ত্যানমিদ্ধ তোমার পঞ্চম সেনা , ভীরুতা ষষ্ঠ উক্ত হয়। তোমার সপ্তম সেনা বিচিকিৎসা এবং ম্রক্ষ ও যম্ভ (কুহনা-জড়তা) অষ্টম সেনা বলে কথিত হয়। লাভ, সুনাম, সৎকার , মিথ্যালব্দ যশ, যে ব্যক্তি নিজকে নিজে উৎকর্ষ মনে করে পরকে অবজ্ঞা করে। হে নমুচি; এরাই তোমার সেনা , পাপীর প্রহারকারী সেনা বর্গ , যে বীর নয় সে তোমার সেনাদেরকে জয় করতে পারে না । কিন্তু যে তাদেরকে পরাজয় করতে সক্ষম হয় , সে সুখ লাভ করে থাকে । সতর্ক হও, এই

মুঞ্জারণ্য পরিহার কর । জগতে আমার এ জীবনকে ধিক! সংগ্রামে পরাজিত হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরণও আমার শ্রেয়ঃস্কর।

তখন মার ভগবান বুদ্ধকে তার প্রভাবে প্রভাবান্বিত করতে না পেরে কাক যেরূপ মেধবর্ণ পাষাণে কোন আস্বাদন লাভ না করে শৈলাভিমুখে গমণ করে , মারও সে রকম ভগবান বুদ্ধের নিকট হতে অন্তর্ধান করল।

এ অধ্যায়ে মার সম্পর্কে বিশদভাবে জানা গেল। কারণ ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং মারের আট রকমের সেনার কথা উল্লেখ করেছেন। সে আট প্রকার সেনা হল - কাম, অরতি, ক্ষুৎপিপাসা, তৃষ্ণা , আলস্য,তন্দ্রা, ভীরুতা,বিচিকিৎসা এবং কুহনা - জড়তা । দেখা যায় এসব মার সেনা সত্ত্বদের অকুশল চেতনারই অভিব্যক্তি । চিত্তের মধ্যে এসব কুপ্রবৃত্তি জাগ্রত হয়ে মার সেনারা সত্ত্বদেরকে অধর্ম পথে পরিচালিত করে । ভগবান বুদ্ধ মারের প্রতি এসব কথা বলে নিজেই বললেন,- তিনি সংকল্পকে বশীভূত করে , স্মৃতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রাষ্ট্র হতে রাষ্ট্রান্তরে শিষ্যদেরকে শিক্ষাদান করে বিচরন করবে। বুদ্ধ অপ্রমত্ত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে কামবিমুক্তি সাসন রক্ষকদের উপদেশ পালন করে, অনুশোচনাহীন স্থানে গমন করে । ভগবান বুদ্ধের মুখের এ বাণী শ্রবণ করে মার চলে গেল। শোক পরিবৃত মারের বীণার তন্ত্রী অবশ হয়ে পড়ল। তখন দুর্মনা যক্ষ সে স্থান হতে অন্তর্ধান করল।

দেখা যায়, মারকে " দুম্মনো যক্খো " বলেও ত্রিপিটক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। যক্ষেরাও বিভিন্ন ঋদ্ধি শক্তির অধিকারী । যক্ষেরা ধন আঁকড়িয়ে রাখতে ভালবাসে । যক্ষেরা মানুষের অনেক ক্ষতিও সাধন করতে পারে। মহাকবি কালিদাসের " মেঘদূত কাব্যে" যক্ষকে দেবতা রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ যক্ষ নিজ কার্যে অসাবধানতা হওয়ায় প্রভু কুবের তাকে অলকাপুরী হতে নির্বাসিত করে । মেঘদূতের প্রথম শ্লোকে আছে,-

" কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকার, প্রমত্তঃ
শাপেনাস্তঙ্গমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ,

যক্ষশক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু-
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু।[২২]

অর্থাৎ- কোন এক যক্ষ নিজের কার্যে অসাবধান হওয়ায় নিজ প্রভু কুবেরের বর্ষভোগ্য, সুতরাং স্ত্রী বিরহহেতু সুদীর্ঘ শাপে লুপ্ত শক্তি হয়ে , স্নিগ্ধনমেরু বৃক্ষ রামগিরির আশ্রমে বাস হল। সেখানকার জল সীতার স্নানে পবিত্র হয়েছিল।

* জাতক নিদানে মারঃ-

গৌতম সিদ্ধার্থ যখন আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিন গৃহত্যাগ করছিলেন তখন মার বলেছিল " হে গৌতম নিষ্ক্রান্ত হওনা , সংসার ত্যাগ করবেনা, সপ্তম দিবসে চক্ররত্ন উৎপন্ন হবে । তুমি চতুর্মহাদ্বীপের অধীশ্বর হবে।" কিন্তু বুদ্ধ মারের কথায় কর্ণপাত না করে সংসার ত্যাগ করেন। মারও গৌতমকে তার দলে আনার জন্য বোধিসত্বের পেছনে ছায়ার ন্যায় অনুগমন করল।

গৌতম সিদ্ধার্থ ছয় বছর ব্যাপি কৃচ্ছ্র সাধনার দ্বারাও পরম সত্যকে উপলব্দি করতে পারেননি। এরপর তিনি এক শুভ বৈশাখী পূর্ণিমার দিন শ্রেষ্ঠী কন্যা উপাসিকা সুজাতার হস্তে প্রদত্ত পায়াসন্ন ভোজন করে সত্যের সন্ধানে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে বোধিবৃক্ষের নিচে পূর্বদিকে মুখ করে বজ্রাসনে বসে সংকল্প গ্রহণ করলেন,-

" কামং তচো চ নহারুচ অট্ঠি চ অবসুস্সতু ; উপসুস্সতু
সরীরে মংসলোহিতং ন ত্বেব সম্মাসম্বোধিং অপ্পত্বা ইমং পল্লংকং-
ভিন্দিস্সামি 'তি, অসতিসতসন্নিপাতেনাপি অভেজ্জরূপং
অপরাজিত পল্লংকং আভুজিত্বা বোধিমন্ডে নিসীদি।"[২৩]

নিঃশেষে আমার রক্তমাংস সব শুকিয়ে যাউক, চর্ম, শিরা, এবং অস্থি কংকাল মাত্র অবশিষ্ট থাকুক-তবু সম্যক জ্ঞান লাভ না করে এ আসন ভংগ করবনা। শত অশনি--পাতেও এ আসন ভংগ হবে না বলে অপরাজেয় বোধিপালঙ্কে উপবেশন করে এরূপ সংকল্প গ্রহণ করলেন,-ললিত বিস্তর গ্রন্থে উল্লেখ আছে,-

"" ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্।
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ং চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।"[২৪]

গৌতম সিদ্ধার্থের এ বজ্র কঠোর শপথের কথা জানতে পেরে তৃষ্ণার অপদেবতা মার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। মার চিন্তা করল কুমার সিদ্ধার্থ আমার সাসন অতিক্রম করতে চায়। সিদ্ধার্থের এ স্পর্ধা কখনো সহ্য করবনা। দেবপুত্র মার তার সৈন্য বাহিনীকে গৌতম সিদ্ধার্থের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করার জন্য আদেশ দিল।

তৃষ্ণার অপদেবতা দেবপুত্র মার তার সেনাদেরকে গৌতম সিদ্ধার্থের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য আহবান করে। তখন মার সেনাগণ চক্রবাল সীমানা পর্যন্ত পরিবেষ্টন করে রণ হুংকার প্রদান করে। এতে পৃথিবীতে লক্ষ যোজন ব্যাপি ভূমিকম্প আরম্ভ হয়েছিল। তখন দেবপুত্র মার দেড়শ যোজন উচ্চ গিরি মেখলা নামক হাতির পিঠে আরোহন করত সহস্র হাত প্রসারিত করে প্রত্যেক হস্তে বিভিন্ন অস্ত্র ধারন করে গৌতম সিদ্ধার্থকে আক্রমণ করে। জয় মঙ্গল গাথাতে এর যথার্থ প্রমাণ মেলে,-

" বাহুং সহস্সমভিনিম্মিত সাযুধন্তং,
গিরিমেখলং উদিত ঘোর সসেন মারং,
দানাদি ধম্ম বিধিনা জিতবা মুনিন্দো,
তন্তেজসা ভবতু মে জযমঙ্গলানি।"[২৫]

এসব সেনাদের মধ্যে বিভিন্ন চেহারা যুক্ত সেনা ছিল। সকলের হস্তে বিভিন্ন রকম অস্ত্র ছিল। তারা দ্রুত বেগে গৌতম সিদ্ধার্থকে আক্রমণে উদ্যত হল। সে সময় দশ সহস্র চক্রবালের দেবতা এবং দেবরাজ ইন্দ্র বোধিসত্ত্বের স্তব ও গান করছিল। মহাকাল নামক নাগরাজ সহ মহাব্রহ্মাও তাঁর মাথার উপর শ্বেতছত্র ধারন করে স্তব গান

করছিলেন। তাঁরাও মার সেনাদের ভয়ে পলায়ন করে আত্মগোপন করেছিল । কিন্তু ভাবী বুদ্ধ গৌতম সিদ্ধার্থ দৃঢ়তার সাথে আসনে বসে চিন্তা করলেন,-

এ বিরাট সেনাদল তাদের সর্বশক্তি একক আমার বিরোদ্ধে প্রয়োগ করবে। এই স্থানে আমার মাতা, পিতা , ভ্রাতা কিংবা অন্য কোন আত্মীয়ের ন্যায় দশ পারমী আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। সে দশটি পারমী কে বর্ম ও শস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে আমি মারের এই বিরাট সেনাদলকে ছত্রভঙ্গ করব। [২৬]

গৌতম সিদ্ধার্থ বজ্রাসনে বসে দশপারমী অনুধ্যান করছিলেন। তখন মার প্রচন্ড ঘূর্নিবার্তা সৃষ্টি করল । সাথে সাথে শিলা, অংগার , জলন্ত ছাই , তপ্ত বালুকনা ও কর্দম বর্ষণ শুরু করে । কিন্তু এতেও বোধিসত্ত্ব ভয় পেলেন না , এবং আসন থেকে উঠলেন না । তখন মার চক্রায়ুধ ধারন করে বোধিসত্ত্বকে আসন হতে উঠবার জন্য আদেশ দিলেন । একথা শ্রবণ করে বোধিসত্ত্ব বললেন,-

মার তুমি দশটি পারমী, দশ উপ পারমী ও দশ পরমার্থ পারমী কোনটাই পূর্ণ কর নাই। পাঁচটি মহাদান কার্যও তোমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই । ইহা ছাড়া তুমি জ্ঞানচর্চা, লোকচর্যা ও বোধিচর্যা একটিও পূর্ণ কর নাই। অতএব এ আসন তোমার প্রাপ্য নয়। ইহাতে সম্পূর্ন আমারই অধিকার ।[২৭]

গৌতম সিদ্ধার্থের এ সংকল্পের কথা শুনে মার ক্রোধান্বিত হয়ে বোধিসত্ত্বের প্রতি চক্রায়ূধ নিক্ষেপ করল। দেবতারা মর্ম বেদনায় ব্যথিত হল। এ সময় গৌতম সিদ্ধার্থ জন্মে জন্মে যে মহাদান দিয়েছিলেন , এ পৃথিবীকে তাঁর প্রধান সাক্ষী করে যখন ভূমি স্পর্শ করলেন,তখন এই পৃথিবী প্রচন্ড শব্দে গর্জে উঠল । মার ভয় পেয়ে পলায়ন করল। মার সেনারা যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল। তখন নাগগণ , ব্রহ্মাগণ, এ বলে স্তুতিগাথা আবৃত্তি করল । নাগগণ গেয়ে উঠল,-

" জয়োল্লাসে বোধিতলে হৃষ্ট নাগগণ ,
বুদ্ধের বিজয় গীতি গাহে অনুক্ষণ।
পাপী মার পরাজিত জয় ভগবান,
বোধিতলে নভোচারী করে জয়োল্লাস ।
পাপী মার পরাভূত বুদ্ধত্ব প্রকাশ ।
জয় ভগবান রবে ধ্বনিত আকাশ।"[২৮]

এরপর ব্রহ্মা নিম্নোক্ত গাথা দ্বারা গৌতম সিদ্ধার্থের উদ্দেশ্যে এ স্তব গাথা গেয়েছিলেন,-

" বোধিতলে জয় ধ্বনি করে ব্রহ্মাগণ,
বুদ্ধের বিজয় গাথা গাহে অনুক্ষণ ।
পাপী মার পরাজিত জয় ভগবান,
বোধিতলে জয়োল্লাস করে দেবগণ।
জয় বুদ্ধ জয় বলি গাহে সর্বক্ষণ,
পাপী মার পরাভূত জয় ভগবান।"[২৯]

ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করার পর বজ্রাসনে বসে সপ্তাহ কাল ব্যাপি বিমুক্তিসুখ ভোগ করছিলেন । তখন দেবতারা চিন্তা করল হয়তো ভগবান বুদ্ধ তাদের মায়া কাটিয়ে এ স্থান ত্যাগ করতে সমর্থ হননি । তাই বুদ্ধ একই স্থানে অপেক্ষা করছেন। বুদ্ধ যম বা দেবতাদের এ মনোভাব জ্ঞাত হয়ে আকাশে উঠে যমক ঋদ্ধি প্রদর্শণ করেন। তখন তিনি বজ্রাসনের অনতিদূরে পূর্ব উত্তর কোণে দাঁড়িয়ে এক সপ্তাহ কাল ব্যাপি অনিমেষ নেত্রে সে বোধিবৃক্ষ দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এরপর বোধি পালঙ্কের মধ্যস্থলে পূর্ব পশ্চিম কোণে এক সপ্তাহ কাল ব্যাপি পায়চারী করেন। চতুর্থ সপ্তাহে বোধিবৃক্ষের পূর্ব পশ্চিম কোণে দেবতাদের দ্বারা নির্মিত রতনঘরে ধ্যানে সমাসীন হয়ে এক সপ্তাহ কাল ব্যাপি অভিধর্ম পিটক এবং অনন্তন্যায় বিশিষ্ট প্রকরণ সমুহ গভীর ভাবে চিন্তা করে

কাটিয়ে দেন। পরে পঞ্চম সপ্তাহে অজপাল, ন্যাগোধ বৃক্ষমূলে উপনীত হলেন । তখন দেবপুত্র মার এই রূপ চিন্তা করল ,- "এতদিন যাবৎ আমি বোধিসত্ত্বের সংকল্প চ্যুতি ঘটাবার উদ্দেশ্যে পিছু পিছু অনুধাবন করিয়াও তাহার কোন প্রকার স্খলিতভাব দেখিতে পাইলাম না । এইবার সত্যই তিনি আমার ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন।"[৩০]

এরপর মার দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে রাজপথে উপবেশন করে চিন্তা করে ভূমিতে নিম্নোক্ত ১৬ টি রেখা অংকন করেছিল। (১) আমি ভগবান বুদ্ধের ন্যায় দানপারমী পূর্ণ করিনি। এহেতু আমি তার মত মহান হয়ে জন্মাতে পারিনি । এইরূপ ভাবে আমি তার ন্যায় শীলপারমী , নৈষ্ক্রম্য পারমী, প্রজ্ঞা পারমী , বীর্যপারমী , ক্ষান্তি পারমী, সত্য পারমী , অধিষ্ঠান পারমী ,মৈত্রী পারমী , উপেক্ষা পারমী পূর্ণ করতে পারিনি বলে নয়টি দাগ কাটল। মার আরো চিন্তা করল আমি ভগবান বুদ্ধের ন্যায় অসাধারণ ইন্দ্রিয় বৈচিত্র্য জ্ঞান লাভের হেতু সংযুক্ত দশ পারমী পূর্ণ করিনি বলে একাদশ দাগ কাটল। এরপর অসাধারন আশায়ানুময় জ্ঞান , মহা করুণা সমাপত্তি জ্ঞান,যমক ঋদ্ধি জ্ঞান, রহস্য ভেদ জ্ঞান এবং সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করেনি বলে আরো পাঁচটি দাগ কাটল। এভাবে ষোলটি দাগ কাটার পর মার বিষণ্ন মনে রাজপথে উপবেশন করল । তখন মারের তৃষ্ণা, রতি ও রাগ নামক তিনজন কন্যা পিতাকে না দেখতে পেয়ে উৎকণ্ঠিতা হল। তারা পিতাকে খোঁজ করতে করতে পিতার সন্ধান পেল। তখন মার কন্যারা পিতা এরূপ মর্মাহত হবার কারণ জিজ্ঞেস করলে মার বলল,- " মা , এই মহাশ্রমণ এখন সম্পূর্ন রূপেই আমার ক্ষমতার বাইরে চলে গেছেন। এতকাল নানা চেষ্টা করেও আমি তাঁর পতন ঘটাতে পারলাম না । সে কারণেই আমি এত মর্মাহত হয়েছি। [৩১]

তখন মার কন্যারা পিতাকে বললেন,- বাবা আমরা বুদ্ধকে ধ্যান চ্যুত করে সঙ্গে নিয়ে আসব। একথা বলে মার কন্যাগণ বুদ্ধের নিকট গিয়ে বলল - " হে শ্রমণ, আমরা তোমার পদ সেবা করতে ইচ্ছুক, তুমি আমাদের গ্রহণ কর । কিন্তু সে সময় বিমুক্ত চিত্ত ভগবান বুদ্ধ ধ্যানে রত হয়ে তৃষ্ণা ক্ষয়জনিত বিবেক সুখ উপভোগ করতে লাগলেন।

তখন মার কন্যারা চিন্তা করল, পুরুষেরা বিভিন্ন বয়স্কা নারীর প্রতি আসক্ত হয়। কেহ কেহ ষোড়শ বর্ষীয়া তরুণীর , মধ্যম বয়স্কা অথবা প্রবীণাদের প্রতি আসক্ত হয়। এ কারণে মার কন্যাগণ বিভিন্ন রকমের এবং বিভিন্ন বয়সের নারী রূপ গ্রহণ করে বুদ্ধের সন্মুখে উপস্থিত হয়ে প্রেম নিবেদন করছিল । কিন্তু বুদ্ধের ঋদ্ধিশক্তি ও অধিষ্ঠানের বলে সকল নারীই তাঁর সন্মুখে উপস্থিত হওয়া মাত্র দন্তহীন ও পক্ককেশা নারী দেহে রূপান্তরিত হল। তখন ভাবী ভগবান বুদ্ধ ভুবন মোহিনী কামিনীগণকে লক্ষ্য করে বলল,-

" তোমরা এ স্থান হতে শীঘ্রই সরে পর, কিসের আশায় তোমাদের এ প্রচেষ্টা? কামনা-বাসনা যুক্ত পুরুষের সন্মুখেই তোমাদের এই প্রলোভন শোভা পায়। তথাগতের লোভ - দ্বেষ -মোহ , সমূলে বিনষ্ট হয়ে গেছে। [৩২]

এরপর ভগবান বুদ্ধ তৃষ্ণা বিমুক্তির ইঙ্গিত সূচক দুটি গাথা বললেন,

" শ্রেষ্ঠ বিজয়ী রূপে যাঁর পরিচয়,
যাঁর বিজয়ের নাহি কোন লোকেক্ষয় ।
অনন্তগোচর সেই বুদ্ধ ভগবান,
কোন পথে তারে তুমি করাবে প্রয়াণ ।
সর্বতৃষ্ণা বিষমুক্ত যেবা অকিঞ্চন,
কোন আকর্ষণে যাঁর নাহি টলে মন ।
অনন্ত গোচর সেই বুদ্ধ ভগবান,
কোন পথে তাঁরে তুমি করাবে প্রয়াণ। [৩৩]

তখন ভগবান বুদ্ধের এ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখে মার কন্যারা এ বলে মন্তব্য করেছিল,- আমাদের পিতৃদেব সত্যই বলেছেন,-" জগতে যাঁরা অর্হৎ সুগত , প্রলোভনের দ্বারা তাদের পতন ঘটানো সম্ভব নয়।" এ বলে তারা বিফল মনোরথে পিতার নিকট ফিরে আসল।[৩৪]

* মহাপরিনির্বাণ সূত্রে মার ঃ-

মার ভগবান বুদ্ধকে কিভাবে পরিনির্বাণে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল এরই বিস্তৃত বর্ণনা মহাপরিনির্বাণ সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। ভগবান বুদ্ধ পরিনির্বাণ লাভের তিনমাস পূর্বে ভিক্ষুসংঘ সহ চাপাল চৈত্যে উপস্থিত হলেন । সে সময় আনন্দ ভগবান বুদ্ধকে বন্দনা করে এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হলে ভগবান আনন্দকে বললেন ,- "হে আনন্দ রমনীয় বৈশালী ,রমনীয় উদেনচৈত্য , রমনীয় গৌতমক চৈত্য , রমনীয় সত্তম্বঅগ্রে চৈত্য , রমনীয় বহুপুত্র চৈত্য , রমনীয় আনন্দ চৈত্য , রমনীয় চাপাল চৈত্য ।[৩৫]

সে সময় ভগবান বুদ্ধ আনন্দকে ইঙ্গিতে বলেছিলেন,-

"তথাগতস্স খো পন আনন্দ চত্তারো
ইদ্ধিপাদা ভাবিতা বহুলীকতা যানীকতা
বত্থুকতা অনুটিঠতা পরিচিতা সুস্মারদ্ধা
সো আকঙ্খমানো আনন্দ তথাগতো
কপ্পং বা তিটেঠয়্য কপ্পাবসেসং 'বাতি ।"

" হে আনন্দ তথাগতের চারিঋদ্ধিপাদ ভাবিত, বহুলীকৃত রথগতি সদৃশ অনর্গল অভ্যস্ত, বাস্তুভূমি সদৃশ সুপ্রতিষ্ঠিত পরিচিত ও সম্যক নিস্পাদিত হয়েছে। সেজন্য তথাগত ইচ্ছা করলে কল্পকাল অথবা কল্পাবশেষ অবস্থান করতে পারেন ।"[৩৬]

ভগবান এরূপ ভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার বলার পরও আনন্দ মারের প্রভাবে পতিত হওয়ার ফলে কিছুই বুঝতে পারেনি। বৌদ্ধ দর্শন মতে যার বার প্রকার বিপল্লাস বা বীপরিত সংজ্ঞা ত্যাগ হয়নি তারাই মার কর্তৃক অভিভূত হয়ে পড়ে। কিন্তু দেবদত্তের তখনও চারটি বিপল্লাস ত্যাগ হয়নি। সে চার প্রকার বিপল্লাস হল ঃ- অশুভ-শুভ বলে সংজ্ঞা বিপল্লাস , চিত্ত বিপল্লাস, দুঃখে সুখ বলে সংজ্ঞা বিপল্লাস ও চিত্ত বিপল্লাস ।

আনন্দ মারের ভীষণ রূপ দর্শণ করে বিকট শব্দ শ্রবণ করে ভগবান বুদ্ধের বাণী শ্রবণ করতে পারেনি।

এ সময় মার ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগল - ভগবান এখন পরিনির্বাণ লাভ করুন । সুগত, এখন নির্বাণ প্রাপ্ত হউন, তথাগতের পরিনির্বাণের সময় সমাগত।[৩৭]

ভগবান বুদ্ধ মারকে বললেন-, যতদিন না ভিক্ষুসংঘ সদ্ধর্ম ব্যখ্যা ও প্রচারে সুনিপুণ হয়েছে, ততদিন তিনি পরিনির্বাণ লাভ করবেন না। মার বলল-, ভিক্ষু সংঘের সকলেই সদ্ধর্মের ব্যখ্যা ও প্রচারে সুনিপুণ। সুতরাং সুগত এখনই পরিনির্বাণ লাভ করতে পারেন।

ভগবান বুদ্ধ মারকে বললেন-, ভিক্ষুণী সংঘ, উপাসক ও উপাসিকামন্ডলীর এরা যতদিন সুনিপুণ না হয়ে উঠে, ততদিন আমি পরিনির্বাণ লাভ করতে পারিনা। মার তদুত্তরে বলতে লাগল-, এরাও সকলেই সুনিপুণ হয়েছে। সুতরাং সুগতের পরিনির্বাণ লাভে কোন বাঁধা নেই।

তৎপর বুদ্ধ মারকে বললেন ,- " ন তাবাহং পাপিম পরিনিব্বায়িস্সামি , যাব মে ইদং ব্রহ্মচরিয়ং ন ইদ্ধং চেব ভবিস্সতি ফীতঞ্চ বিথারিত বাহুজঞ্ঞং পুথুভুতং , যাবদেব মনুস্সেহি সুপ্পকাসিতন্তি।"[৩৮]

হে পাপমতি মার ! যতদিন আমার এই ব্রহ্মচর্য ধর্ম সমৃদ্ধিযুক্ত বর্ধিত, বিস্তারিত বহুজন জ্ঞাত, সর্বপ্রকারে বিপুলভাবে প্রান্ত হবে না, যতদিন ইহা দেব-মনুষ্যগণের নিকট প্রকাশিত না হবে , ততদিন আমি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হব না। [৩৯]

অপরদিন সত্য ও ধর্মের চির বৈরী মারই যখন বুদ্ধের সন্মুখে স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, ভগবান তথাগতের প্রভাবে সদ্ধর্ম পৃথিবীতে সুপ্রচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন বুদ্ধ মারকে সম্বোধন করে বললেন,- "অপপোস্সুক্কো ত্বং পাপিম হোহি, ন চিরং তথাগতস্স পরিনিব্বাণং ভবিস্সতি ইতো তিন্নং মাসানং অচ্চয়েন তথাগতো পরিনিব্বায়িস্সতী'তি।"[৪০]

হে পাপমতি মার, তুমি সুখী হও। অচিরেই তথাগতের পরিনির্বাণ হবে। অদ্য হতে তিনমাস অন্তে তথাগত পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হবেন। অতঃপর ভগবান তথাগত চাপাল চৈত্যে এক মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় স্বীয় আয়ুসংস্কার বর্জন করলেন,- এখন হতে তিন মাসের পর বৈশাখী পূর্ণিমা পর্যন্ত আমার প্রাণ বায়ু চলতে থাকুক। তৎপর নিরুদ্ধ হউক এরূপ সংকল্প গ্রহণ করলেন। অকস্মাৎ অতি ভীষণ ভূমিকম্প আরম্ভ হল। মুর্হুমুর্হু প্রলয় ঘোর মেঘগর্জন শ্রুত হতে লাগল।

এই আকস্মিক ভূমিকম্প ও বজ্রধ্বনিতে আনন্দের মনে ভীষণ ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার হল। আনন্দ ভগবান তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলে বুদ্ধ তদুত্তরে বলতে লাগলেন ,- শুন, আনন্দ, বোধিসত্ত্ব যখন মাতৃকুক্ষি হতে ভূমিষ্ট হন, তখন তাঁর পুণ্য তেজে পৃথিবীতে ভূমিকম্প হয়। যখন বোধিসত্ত্ব সম্যক সম্বোধি লাভ করেন, তখন এই পৃথিবী জ্ঞান তেজে কম্পিত হয়। যখন তথাগত পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন, তখন পৃথিবী রোদন ধ্বনিতে কম্পিত হয়। [৪১]

হে আনন্দ, সম্বোধি লাভের পর অষ্টম সপ্তাহে একদা আমি যখন নিরঞ্জনা তীরে উরুবিল্ব গ্রামে অজপাল নামক নিগ্রোধ তরুমূলে উপবিষ্ট ছিলাম, সে সময় মার এসে আমাকে বললেন,- হে ভগবান, আপনি এখন পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হউন। আপনার এখন পরিনির্বাণের সময় হয়েছে। তখন আমি মারকে বলেছিলাম ,- "হে মার ! যতদিন আমরা ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উপাসক ও উপাসিকাগণ যথার্থ ধর্মবেত্তা , বিনীত ,এবং বিশুদ্ধ জীবন প্রাপ্ত হতে না পারে, যতদিন তারা সদ্ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা ও তার স্বরূপ বিস্তার করতে সমর্থ না হয়, যতদিন সদ্ধর্ম প্রভাবশালী ও বর্ধনশীল হয়ে জনসাধারণের নিকট প্রকাশিত তাদের দ্বারা অভিনন্দিত ও পরিগৃহীত না হয়, ততদিন আমি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হব না। "[৪২]

" হে আনন্দ , অদ্য আবার সে পাপমতি মার চাপাল চৈত্যে আমার নিকট এসে আমার পরিনির্বাণ প্রাপ্তির জন্য পুণঃ প্রার্থনা জানিয়েছিল । আমি তাকে এবারও পূর্বোক্ত উত্তর প্রদান করলে সে বলল,- " ভগবান , আপনার জীবন ব্রত পরিসমাপ্ত হয়েছে।

আপনার ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকাগণ সকলে আপনার অভিপ্রায় মত যোগ্যতা অর্জন করেছেন। আপনার প্রচারিত ধর্ম সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে দেব ও মনুষ্য সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং আপনি এখন পরিনির্বাণ লাভ করুন। "[৪৩]

হে আনন্দ ! তদুত্তরে আমি মারকে বলেছি,- "মার, তুমি এখন আনন্দিত হও। তথাগত আজ হতে তিন মান অন্তে পরিনির্বাপিত হবেন।"[৪৪]

হে আনন্দ,- অদ্য এখনই মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে চাপাল চৈত্যে তথাগত কর্তৃক স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় আয়ু সংস্কার পরিবর্জিত হয়েছে।

এসব আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় মার তার অলৌকিক শক্তির প্রভাবে শরীর ধারণ করতে পারত। সত্য ও ধর্ম বিরোধী এ মার সব সময় সত্য পথের সাধকদের সাধনার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। দেহধারী মারেরা ইচ্ছা করলে তার দেহ মন হতে উৎপন্ন কামনা জনিত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কু-প্রবৃত্তির প্রভাব সাধকদের উপর প্রতিফলিত করে নিজ আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু যিনি সংযমী , দৃঢ়চেতা , বীর্যবান সাধক তিনি একমাত্র মারের সব কুহেলিকা হতে মুক্ত থাকতে পারেন। ভগবান বুদ্ধই তাঁর জন্মান্তর সাধনার মধ্য দিয়ে যে বীর্য অর্জন করেছেন, সে বীর্য বলেই তিনি পাপমতি মারের সকল রকমের ভয়-ভীতি প্রলোভন ইত্যাদি অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন।

এ পর্যন্ত মার সম্পর্কিত যে সব বিষয়ের উপর রেখাপাত করা হয়েছে, এর মধ্যে দেহধারী মারের সৈন্য ও কন্যাদের কথাও প্রসঙ্গত আলোচিত হয়েছে। দেহধারী মার ব্যতিত অন্যান্য মারগুলো অকুশল চিত্তবৃত্তি হতে উৎপন্ন বলে মনে করা যেতে পারে। মাণব চিত্তের চিরন্তন শত্রু লোভ-দ্বেষ-মোহ মানুষের চিত্ত বৃত্তিতে উৎপন্ন হয়ে সবসময় অকুশল কর্মে মানুষকে লিপ্ত করে। এরদ্বারা বোধিরত্ন সদৃশ চিত্ত পাপ কালিমায় রঞ্জিত হয়। সুসুপ্তি অবস্থায় দেখা যায় মানুষ ভাল খারাপ স্বপ্ন দর্শনে মোহিত বা দুঃখিত হয়। বস্তুত পক্ষে স্বপ্নে দৃষ্ট সকল বিষয়ই অবাস্তব অথচ সুসুপ্তি অবস্থায় চিত্ত হতে উৎপন্ন ভাবরাশিই সমস্ত দেহ মনের মধ্যে ক্রিয়াশীল । এ কারণে বুঝা যায় দেহধারী দেবপুত্র মার ছাড়া সকল মারই মনের কুপ্রবৃত্তি হতে উৎপন্ন হয়ে থাকে । যে মার রাজ্য হতে মুক্ত হয়, সেই প্রকৃতপক্ষে মহাপুরুষ পদবাচ্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

* ধর্মপদে মার

ধর্মপদ গ্রন্থেও মারের কথা উল্লেখ রয়েছে। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন ,-

" এসো ব মগ্গো নত্থঞেঞ্ঞা দস্সনস্স বিসুদ্ধিয়া।
এতং হি তুম্হে পটিপজ্জথ মারসেতং পমোহনং।"[৪৫]

দর্শন বিশুদ্ধির নিমিত্ত এই অষ্টাঙ্গিক মার্গই একমাত্র পথ, অন্যপথ নাই। তোমারা এই মার্গ অবলম্বন কর। ইহা মারকে সম্মোহিত করে।

" তুম্হেহি কিচ্চং আতপ্পং অক্খাতারো তথাগতা
পটিপন্না পমোক্খন্তি ঝায়িনো মার বন্ধনা"[৪৬]

-উদ্যম তোমাদেরকে করতে হবে। তথাগতগণ ধর্ম ব্যাখ্যাতা মাত্র। মার্গাবলম্বী ধ্যানীগণ মার বন্ধন হতে মুক্ত হন।

যারা শীলবান নয় এবং অসংযমী , তারাই মারের বন্ধন ছিন্ন করতে সমর্থ হয় না। কিন্তু যাঁরা শীলবান , সকল বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত সত্যকে সম্যক রূপে জ্ঞাত হয়ে বিমুক্তি লাভ করেছেন , এহেন পুরুষের গতিপথও মারেরা জানতে পারেনা । ধর্মপদের ৫৭ নং গাথায় উক্ত হয়েছে,-

তেসং সম্পন্নসীলানং , অপ্পমাদ্বিহারিনং,
সম্মদঞ্ঞা বিমুত্তানং মারো মগ্গং ন বিন্দতি।[৪৭]

মারের প্রভাব হতে মুক্ত হতে হলে প্রকৃত পথে দৃঢ়তার সাথে চলতে হয়। সে পথকে ভগবান বুদ্ধ অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলে অভিহিত করেছেন। সে অষ্টাঙ্গিক মার্গ হল , সম্যকদৃষ্টি , সম্যক সংকল্প , সম্যক কর্ম, সম্যক বাক্য, সম্যক চেষ্টা , সম্যক জীবিকা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। চিত্ত বিশুদ্ধির জন্যও এ অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণীয়।

কারণ চিত্ত বিশুদ্ধি ব্যতিত কেউ মুক্ত হতে পারে না । চিত্তে জাত লোভ -দ্বেষ - মোহকে পরিহার করে মানুষ যতদিন পর্যন্ত অদ্বেষ-অলোভ - অমোহ হতে না পারে, ততদিন তিনি মারের বন্ধন হতে মুক্ত হতে পারবেন না।

* মহাবগ্গে মারঃ

ভগবান বুদ্ধ সহ যখন পৃথিবীতে একষট্টি জন অর্হৎ হন তখন তিনি ভিক্ষুদেরকে লক্ষ্য করে আদেশ দিয়েছিলেন -" হে ভিক্ষুগণ ! তোমরা দিকে দিকে বিচরন কর, বহুজনের হিতের জন্য , বহুজনের সুখের জন্য জগতের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শণের জন্য, দেবতা ও মনুষ্যের হিতের জন্য , কিন্তু দুই জন একসাথে যেও না । হে ভিক্ষুগণ তোমরা ধর্ম দেশনা কর। যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, এবং অন্তে কল্যাণ , এবং অর্থ যুক্ত , ব্যঞ্জন যুক্ত, সমগ্র পরিপূর্ন ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য - প্রকাশিত কর।"
এরপর ভগবান বুদ্ধ নিজেই ধর্ম দেশনার জন্য উরুবেলার সেনানী গ্রাম অভিমুখে যাত্রা করার প্রাক্কালে পাপাত্মা মার ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে এ গাথা বললেন,-

দিব্য ও মানুষ , ভবে আছে যত পাশ,
সর্বপাশে বদ্ধ তুমি বৃথা মুক্তি আশ।
যে বন্ধনে বদ্ধ তুমি সে মহাবন্ধন ,
আমা হতে মুক্ত তুমি হবে না- শ্রমণ।

মারের এরূপ বাক্য শ্রবণে ভগবান বুদ্ধ বললেন,-

দিব্য ও মানুষ , ভবে আছে যত পাশ,
সর্বপাশ মুক্ত আমি , ছিন্ন সর্ব পাশ ।

সকল বন্ধন মুক্ত - স্খলিত বন্ধন ,
রে অন্তক ! হত তুমি, নিহত এখন।

ভগবান বুদ্ধের বাক্য শ্রবণ করে মার আবার বললেন,-

অন্তরীক্ষচর পাশ , করে মনে বিচরণ,
বাঁধিব তাহাতে , মুক্ত হবে না শ্রমণ।

প্রত্যুত্তরে ভগবান বললেন,-

রূপ শব্দ গন্ধ রস স্পর্শ - যা পঞ্চম
পঞ্চকামগুণ যাহা অতি মনোরম
নাহি-ছন্দ- তাহে মম, বীতছন্দ মন।
রে অন্তক! হত তুমি ,নিহত এখন। [৪৮]

ভগবান বুদ্ধের এরূপ দৃঢ় সংকল্পযুক্ত ও অর্থযুক্ত গাথা শ্রবণে মার দুঃখিত মনে সে স্থান হতে অন্তর্হিত হল।

* মধ্যম নিকায়ে মারঃ-

পূর্বোক্ত অধ্যায় গুলোতে মার সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। মারের প্রকৃতি আকৃতি সম্পর্কেও একটা সম্যক ধারনা দিতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু মধ্যম নিকায়ে 'মার তর্জন সূত্রে' মার যে অশরীরি নয়, সে শরীর ধারণ করে জীবকে পাপধর্মে - নিয়োজিত করে তা জানা যায়। মার অলৌকিক শক্তির অধিকারী , সেও স্বীয় কর্ম ফলানুযায়ী জন্মান্তর গ্রহণ করে থাকে। ভগবান বুদ্ধের অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের মধ্যে ঋদ্ধি শক্তি সম্পন্ন আয়ুস্মান মোদ্‌গলায়নও একজন্মে 'দূষী ' মাররূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন

সে জন্মে পাপকর্মের বিপাক হেতু বহু জন্মে নারকীয় যন্ত্রনা ভোগ করেছিলেন এর বিস্তৃত ঘটনা "মার তর্জন" সূত্র পাঠে জানা যায়।

আয়ুস্মান মোদ্‌গলায়ন ঋদ্ধিশক্তি প্রভাবে ত্রিভুবনের নরক -স্বর্গ -ব্রহ্মলোকের যে কোন স্থানে গমনাগমন করতে পারতেন। একদিন মার মোদ্‌গলায়নের কুক্ষিতে প্রবিষ্ট হল। সে জন্য মোদ্‌গলায়নের স্বীয় -কুক্ষিদেশ ভারী মনে হচ্ছিল। কুক্ষিদেশ ভারী হওয়ার কারণ কি, তা জানার জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসে পাপাত্মা মারের প্রতি মনোনিবেশ করেন। তখন তিনি বুঝতে পেরে পাপমতি মারকে লক্ষ্য করে বললেন,-

" নিক্‌খম পাপিম, নিক্‌খম পাপিম,
মা তথাগতং বিহেসেহি,
মা তথাগত সাধকং ।
যে তে অহোসি দীঘরত্তং ,
অহিতায দুক্‌খায়তি।"[৪৯]

পাপমতি মার আয়ুস্মান মোদ্‌গলায়নের কথা শুনে চিন্তা করলেন, অনন্ত জ্ঞানী , পরচিত্ত সম্পর্কে যিনি সব সময় অবহিত, সে ভগবান বুদ্ধও তার গতিবিধি সহজে জানতে পারেনা। অথচ বুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যে সাধারণ ভিক্ষু আয়ুস্মান মোদ্‌গলায়ন আমাকে জানতে পেরেছে। তখন মার উপায়ন্তর না দেখে মোদ্‌গলায়নের কুক্ষি হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে নিকটবর্তী পর্ণশালার কপাটে গিয়ে দাঁড়াল। মোদ্‌গলায়ন দিব্য দৃষ্টিতে মারকে দর্শন করে বললেন,-

" এখনও পাপাত্মা আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি। তুমি মনে করিওনা যে, আমি তোমাকে দেখিতেছিনা। তুমি ,এই পর্ণশালার কপাটে গিয়া দাঁড়াইয়া আছ। " [৫০]

আয়ুস্মান মোদ্‌গলায়ন আরো বললেন, তিনি পুরাকালে 'দূষী' নামক মার রূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ভগ্নির নাম ছিল কালী। কালীর পুত্র ছিল এ মার । সে সম্পর্কে ভাগিনা ছিল।

সে সময় পৃথিবীতে ককুসন্ধ নামক সম্যক সম্বুদ্ধ আবির্ভূত হন। তাঁর বিদূর ও সঞ্জীব নামে দুজন অগ্রশ্রাবক ছিলেন। শ্রাবকদের মধ্যে বিদূর ধর্মদেশনায় পারদর্শী ছিলেন। আয়ুস্মান সঞ্জীব ছিলেন ধ্যান পরায়ণ। তিনি ধ্যানস্থ হয়ে সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ সমাপত্তি ধ্যান লাভে সক্ষম হতেন। একদিন আয়ুস্মান সঞ্জীব একটি বৃক্ষমূলে সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ সমাপত্তি লাভ করে সমাসীন ছিলেন। তখন গোপালকেরা তাঁকে মৃত মনে করে শুস্ক গোবর সংগ্রহ করে গায়ে অগ্নি সংযোগ করে চলে যায় । কিন্তু আশ্চর্য , তিনি অগ্নি দগ্ধ হলেন না। তাই তিনি সঞ্জীব নামে খ্যাতি লাভ করেন।

তখন আয়ুস্মান মোদ্‌গলায়ন বললেন , তিনি (দূষী মার) আয়ুস্মান সঞ্জীবকে গালি দিতে , রাগাতে , ব্যথিত করতে গৃহপতিদের ভিতরে প্রবেশ করে প্ররোচিত করেন। এর ফলে আয়ুস্মান সঞ্জীবের ভাবান্তর ঘটলে তাঁর ভিতরে প্রবেশ করে বিপথগামী করা সম্ভব হবে বলে মনে করেন। দূষী মারের প্ররোচনায় গৃহপতিগণ শীলবান কল্যাণধর্মী সঞ্জীবের উপর আক্রোশ প্রকাশ করে অকথ্য ভাষায় গালি দিল। এ পাপের ফলে গৃহপতিদের অনেকেই মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি প্রাপ্ত হল। এদিকে ককুসন্ধ সম্যক সম্বুদ্ধ দূষী মারের কার্যকলাপ সম্মন্ধে অবহিত হয়ে ভিক্ষুগণকে বললেন,-

"হে ভিক্ষুগণ তোমরা ! আইস , মৈত্রী সহগত চিত্তে , করুণা সহগত চিত্তে , মুদিতা সহগত চিত্তে , উপেক্ষা সহগত চিত্তে - স্ফুরিত করিয়া অবস্থান কর । [৫১]

এভাবেও দূষী মার ব্যর্থ হয়ে শীলবান ভিক্ষুদেরকে সম্মান পূজা-বন্দনা করার জন্য গৃহপতিদেরকে প্ররোচিত করে। গৃহপতিরা এরূপ করলে দূষী মার তাঁদের ছিদ্র খোঁজে পাবে । তখন তাঁদেরকে নিজের আয়ত্তে আনতে সক্ষম হবে । কিন্তু সম্যক সম্বুদ্ধ ককুসন্ধ মারের এহেন হীন উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে ভিক্ষুদেরকে মারের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করতে উপদেশ দেন। উপদেশ মতে ভিক্ষুগণ মৈত্রী ভাবনা করলে মার তার হীন প্রবৃত্তি হতে নিবৃত্ত হল। তবুও কিভাবে শীলবান ভিক্ষুদেরকে বিপথগামী করা যায়, সেজন্য ছিদ্র অন্বেষণ করতে লাগল।

একদিন ভগবান বুদ্ধ ককুসন্ধ পূর্বাহ্নে চীবর পরিধান করে ভিক্ষা পাত্র নিয়ে অনুগামী আয়ুস্মান বিদূর সহ ভিক্ষান্নে বের হলেন। তখন দূষী মার একটি গ্রাম্য বালকের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে আয়ুস্মান বিদূরকে আঘাত করার জন্য প্ররোচিত করল। " বালক দূষী মারের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে প্রস্তর খন্ড নিক্ষেপ করে আয়ুস্মান বিদূরের মাথায় আঘাত করল । আঘাতে মাথা বিদীর্ণ হয়ে গেল । তখন বুদ্ধ ককুসন্ধ পেছনে তাকিয়ে দূষী মারকে লক্ষ্য করে বলেছিল ,- "এই দূষী মার জানেনা তাহার পাপের মাত্রা কত।"[৫২]

এ পাপের ফলে দূষী মার মৃত্যুর পর মহানিরয়ে উৎপন্ন হয়েছিল। নরক সম্পর্কে আয়ুস্মান মোদ্‌গলায়ন এরূপ বর্ণনা দিয়েছিলেন,-

"হে পাপাত্মন ! সেই মহানিরয়ের তিনটি নাম, ছয় স্পর্শায়তনও বটে , শঙ্কু সমাহতও বটে, প্রত্যাত্মবেদনীয়ও বটে। অনন্তর হে পাপাত্মন ! নিরয়পালণ আমার নিকট আসিয়া কহিল,-যখন মারিষ , শঙ্কু দ্বারা শঙ্কু - আপনার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবে , তখন আপনি জানিবেন যে, সহস্রবর্ষ আপনি নিরয়ে পচিয়াছেন। বহু বর্ষ হতে দশ সহস্র বর্ষ সেই মহানিরয়ে উৎসদে উত্থিত- দুঃখবেদনা অনুভব করিয়া পচিয়াছিলাম । তখন হে পাপাত্মন , আমার দেহ ছিল যেন মানুষের মত , শীর ছিল যেন মাছের মত।"[৫৩]

আয়ুস্মান মোদ্‌গলায়ন এভাবে মারকে নিজের উপলব্দি বিষয়াদি ব্যাখা করে উপদেশচ্ছলে বললেন,-

" পাপ যদি কর তাহা হইবে সঞ্চয়,
চিরতরে , হে অন্তক ! নাহিক সংশয় ।
বুদ্ধজয়-ভোগ বাঞ্ছা ছাড় তুমি মার,
ছাড়- আশা ভিক্ষুগণে করিবে সংহার।
ইহা বলি দুষ্ট মারে করিল তর্জন ,
ভেসকলাবনে ভিক্ষু ধীর বিচক্ষণ ।

তাহাতে দুর্মন যক্ষ -পরাজয় মানি,
ঐস্থানে অন্তর্ধান হইল অমনি ।"[৫৪]

*থেরী গাথায় মারঃ-

থেরী গাথা সূত্র পিটকের খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত একটি মূল্যবান গ্রন্থ । বুদ্ধের অনুসাসনে সমাজের বিভিন্ন স্তরের নারীরাও ভিক্ষুণী সংঘে প্রবেশ করে কিভাবে সাধনার দ্বারা পরম সুখকর নির্বাণ সাক্ষাৎ করেছেন, তা সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। প্রত্যেক থেরীই তাঁর সাধনার উপলব্দির কথা গাথাকারে প্রকাশ করেছেন । গাথাগুলো কাব্যিক রসে ভরপুর। সেজন্য অতি সহজে পাঠকদের মনে রস সিঞ্চন করে। গাথার গূঢ়ার্থ , মর্মার্থ, প্রজ্ঞা মিশ্রিত বলে এতে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের স্ফুরণ ঘটেছে। এরূপ সংসার বিরাগিনী মহিয়সী থেরীগণকেও পাপমতি মার তার অশুভ শক্তি বলে প্ররোচিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু মারের অশুভ শক্তি ও প্রয়োগ থেরীদের প্রজ্ঞা রূপ অসির আঘাতে ছিন্ন হতে বাধ্য হয়েছে। থেরী গাথাতে মার মূর্ত, অশুভ,[৫৫] পাপী ও কাল[৫৬] নামে পরিচিত লাভ করে।

থেরী গাথাতে তিয়াত্তর জন থেরীর মধ্যে থেরী ক্ষেমাকে অশুভ মার প্রমোদে রত হওয়ার জন্য আহ্বান করেছিল। থেরী গাথাতে বর্ণিত আছে যে, এ মহিয়সী থেরী পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় হংসবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। সে জন্মে দাসী বৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি সে জন্মে ভিক্ষারত ভিক্ষু সুজাতকে তিনখানি সুমিষ্ট পিঠা ও নিজ মস্তকের কেশ দান করে ভবিষৎ জন্মে যেন কোন বুদ্ধের শিষ্যত্ব লাভ করতে পারে বলে প্রার্থনা করেন। এ পুণ্য বলে তিনি বহুবার দেবও মনুষ্য কুলে জন্ম গ্রহণ করেন।

ক্ষেমা গৌতম বুদ্ধের সময় মগধ দেশে সাগল নগরে রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তখন তিনি ক্ষেমা নামে পরিচিত হন। তাঁর গায়ের রং ছিল স্বর্ণ বর্ণের মত । তিনি

মগধরাজ বিম্বিসারের স্ত্রী হন। একদিন বুদ্ধ দর্শনে তার সমস্ত রূপ তৃষ্ণা বিলুপ্তি ঘটে।

থেরী গাথাতে উল্লেখ আছে, ক্ষেমা এক দিন বুদ্ধ দর্শনে গমণ করলে ভগবান বুদ্ধ ঋদ্ধি শক্তি বলে এক সুন্দর স্বর্গের অপ্সরী সৃষ্টি করলেন। সে অপ্সরী বুদ্ধের পাশে দাঁড়িয়ে বাতাস করছিল। ক্ষেমা দেবী অপ্সরীর সৌন্দর্য দর্শনে বুঝলেন ক্ষেমা তাদের দাসী হবারও উপযুক্ত নয়। কিছুক্ষণ পরে এ সুন্দর অপ্সরীও পক্ককেশ ও লোলচর্ম হয়ে ভূমিতে ভূপাতিত হল। তিনি এ অপূর্ব সৌন্দর্যের পরিণতি উপলব্দি করলেন। তখন ভগবান বুদ্ধ ক্ষেমাকে উপলব্দি করে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেছিলেনঃ-

" যে রাগরত্তানুপতন্তি সোতং
সয়ং কতং মক্কটকো ' ব জাল,
এতম্পি ছেত্বান বজন্তি ধীরা
অনপেক্খিনো সব্বদুক্খং পহায়।[৫৭]

অর্থাৎঃ- যারা রাগাসক্তি বশত (তৃষ্ণা) স্রোতের অনুবর্তন করে তারা মাকড়সার ন্যায় স্বরচিত জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। জ্ঞানীরা ইহাও ছেদন করেন এবং সমস্ত দুঃখ ছেদন করে অনাসক্ত ভাবে বিচরন করেন।

তিনি ভগবান বুদ্ধের এ উপদেশ বাণী শ্রবণ করে রূপ যৌবনের অসারতা উপলব্দি করে ভিক্ষুণী ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি একদিন একটি বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন সময় পাপমতি মার সুদর্শন যুবক বেশে ভিক্ষুণী ক্ষেমাকে প্রমোদে রত হওয়ার জন্য আহবান করল।

" তুমি রূপসী যুবতী , আমি রূপবান যুবক, এস ক্ষেমা, পঞ্চাঙ্গিক [৫৮] , তূর্যের ধ্বনির সহিত আমরা প্রমোদে রত হই। "

তখন তৃষ্ণা ক্ষয়কারী ভিক্ষুণী ক্ষেমা মারকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আমি কাম তৃষ্ণা মূলোচ্ছেদ করেছি। হে কাল, তোমার নিকট যা ভোগের আনন্দ, আমার কাছে তা দুঃখ । আমি সর্বোত্তম পুরুষ বুদ্ধের পূজা করে সর্বদুঃখ হতে মুক্ত হয়েছি।

পাপমতি মার চালা নাম্নী একজন থেরীকেও প্রলুব্দ করতে চেষ্টা করে। চালা থেরী গৌতম বুদ্ধের সময় মগধ রাজ্যের নালক গ্রামে ব্রাহ্মণী সুরূপ সারীর কন্যারূপে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর উপচালা ও শিশুপচালা নামে আরো দুজন ভগ্নি ছিল। তাঁদের বড় ভ্রাতা ছিলেন ধর্ম সেনাপতি সারিপুত্র, চালা ধর্ম সেনাপতির পথানুসারী হয়ে সংসার ত্যাগপূর্বক ভিক্ষূণী ধর্ম গ্রহণ করেন। একদিন তিনি আহারান্তে বিশ্রামের জন্য অন্ধ বনে প্রবেশ করেন। তখনও মার তাঁকে প্রলুব্ধ করতে ভিক্ষুণী চালাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,

" কি উদ্দেশ্যে মস্তক মুন্ডন করে শ্রামণীর বেশ ধারণ করেছ, যদি তাপস সম্প্রদায়ভুক্ত না হলে, মূঢ়ে তোমার এ আচরনের কারণ কি?"[৫৯]

ভিক্ষুণী উপচালাকেও দুষ্টমতি মার এই বলে তাকে সাধন ভ্রষ্ট করতে চেষ্টা করেন-

" জন্মে বিরাগ কি নিমিত্ত ও জন্ম লাভ করে ভোগানন্দের অনুভব হয়। ভোগ বিলাসে রত হও. নশ্চেৎ পরে অনুতপ্তা হবে। "[৬০]

শিশুপচালা থেরীকেও মার তার পূর্ব নিবাসে মনোনিবেশ করার জন্য অনুরোধ করেছিল। কিন্তু এ তিনজন প্রথিতযশা থেরী আপন সাধনলব্ধ প্রজ্ঞা দ্বারা মারকে পরাভূত করতে সক্ষম হয়েছেন।

মার বিজয়ী থেরীদের মধ্যে উৎপলবর্ণা ছিলেন অনন্যা। তিনি গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তী নগরের একজন শ্রেষ্ঠীর কন্যা রূপে জন্ম নেন। তাঁর দেহ বর্ণ নীল পদ্মের ন্যায় হয়েছিল বলে তার নাম হয় উৎপলবর্ণা । তাঁর রূপ লাবণ্যে আকৃষ্ট হয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে অনেকেই তাঁর পাণি প্রার্থী হয়েছিল। তিনি সকলের আশা পূর্ণ করা সম্ভব না দেখে মাতাপিতার ইচ্ছানুসারে ভিক্ষুণী ধর্ম গ্রহণ করেন। একদিন থেরী উৎপলবর্ণা শালকুঞ্জে উপনীত হলে মার তাকে এ বলে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিল।

"পুষ্পিত তরুকুঞ্জে আগমন পূর্বক তুমি একাকিনী বৃক্ষমূলে দন্ডায়মান, তুমি অরক্ষিতা, মূঢ়ে , তুমি ধূর্ত ভয়ে ভীত নও। "[৬১] এ থেরীও নিজ বীর্য বলে মারকে জয় করেন।

*বিমান বত্থু গ্রন্থে মারঃ-

যক্ষ সম্পর্কে বিমান বত্থু নামক গ্রন্থে " রেবতী বিমানী " সম্পর্কে চমৎকার ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। ভগবান বুদ্ধ যখন মৃগদায়ে ঋষিপতনে বাস করছিলেন তখন নন্দিক নামক একজন ধার্মিক ব্যক্তির রেবতী নাম্নী এক পাপী স্ত্রী ছিল। সে স্বামীর প্রবর্তিত দান কার্যাদি বন্ধ করে ভিক্ষু সংঘকে ভৎর্সনা করতেন। এ পাপের ফলে রেবতীর প্রতি, যক্ষাধিপতি, বৈশ্রবণ ক্রোধান্বিত হল। যক্ষ রাজা দুজন যক্ষকে আদেশ করলেন এই বলে,-

"ওহে, তোমরা যাইয়া বারানসি নগরে ঘোষণা কর, এই হইতে সপ্তম দিবসে রেবতীকে জীবিতাবস্থায় নরকে প্রক্ষেপ করা হইবে। ইহা শুনিয়া মানুষেরা সংবিগ্ন ভীত ও ত্রাসিত হইল। রেবতী প্রাসাদে আরোহণ করিয়া দ্বার রূদ্ধ করিয়া রহিল। সপ্তম দিবসে রেবতী পাপকর্মের পরিপক্ক প্রাপ্ত হইলে বৈশ্রবণ রাজের আদিষ্ট প্রদীপ্ত কপিলবর্ণ কেশ - কামাশ্রু, বিরূপ,বিপিটিকা নাসিকা,বৃহৎ দন্ত, রক্তবর্ণ চক্ষু ও অতীব কাল বর্ণ দুটি যক্ষ আসিয়া রেবতীর দুই বাহু ধরিয়া কহিল,-

" উটেঠহি রেবতে সুপাপধম্মে
অপারুতং দ্বারং অদানসীলে।
নেস্সাম তং যত্থ যুনন্তি দুগ্গতা
সমপ্পিতা নেরয়িকা দুক্কেখনা "॥[৬২]

অর্থাৎঃ- অতিশয় হীনপাপ সম্পন্না, অদানশীল হে রেবতে, উঠ তোমার জন্য নরকের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। পাপীরা যখন দুঃখবোধ করে যে স্থান নৈরয়িক দুঃখপূর্ণ ,তোমাকে সেই স্থানে নিয়ে যাব।

যক্ষেরা রেবতীকে নিয়ে তাঁর স্বামী নন্দিকের জন্য উৎপন্ন স্বর্গীয় বিমান প্রদর্শন করালেন। এরপর যক্ষগণ রেবতীর শত কাতর মিনতি না শুনে রেবতীকে সংসবক নামক নরকে নিক্ষেপ করলেন। এর দ্বারা আমরা বুঝতে পারি পালি সাহিত্যে মারকেও কার্য ও স্থানভেদে যক্ষ বলা হয়েছে।

* বুদ্ধ চরিত গ্রন্থে মারঃ-

প্রখ্যাত কবি অশ্বঘোষের অমর সৃষ্টি বুদ্ধ চরিত । গ্রন্থের এয়োদশ স্বর্গে মার সম্পর্কে সুবিস্তৃত বর্ননা রয়েছে। বোধিসত্ত্ব সংকল্প গ্রহণ করে বোধিবৃক্ষ মূলে বজ্রাসনে বসলেন- তখনই মার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সৎধর্মের শত্রু মার ছিল কামদেব। চিত্রায়ূধ এবং পুস্পশরের অধিপতি । তাই মারকে মোক্ষ রিপু মারও বলা হয়। এ বুদ্ধ চরিত গ্রন্থে মারের বিভ্রম , হর্ষ এবং দর্প নামে তিনপুত্র ছিল বলে উল্লেখ করা হয়। মারের রতি, প্রীতি ও তৃষ্ণা নামে তিনজন কন্যা ছিল বলেও এ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। যেমনঃ-

"তস্যাত্মজা বিভ্রমহর্ষদর্পাস্তিস্রোহরতিপ্রীতিতৃষশ্চ কন্যাঃ" ।[৬৩]

মার গৌতম সিদ্ধার্থকে বোধিবৃক্ষ মূলে ধ্যানাবিষ্ট দেখে ক্রোধান্বিত হলেন। মারের মনের এ বিকার ভাব দেখে পুত্রকন্যাগণ এর কারণ জিজ্ঞেস করল। তখন মার বলল,- " বর্ম পরিহিত ধনুর্দ্ধর ঐ মুনি শর আকর্ষণ করে আমার রাজ্য ভয়ে অভিলাষী হয়েছেন। সে জন্য আমার চিত্তের এ বিষাদ। সংকল্প তাঁর বর্ম, সত্ত্বগণ তাঁর ধনু, বুদ্ধি তাঁর শর , তিনি উপবিষ্ট রয়েছেন। "

মার আরো বললেন যে, বোধিসত্ত্ব যদি জগতে মুক্তির পথ প্রচার করে তবে আমার রাজ্য জনশূন্য হবে। তাই তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত আমার গন্ডির মধ্যে আছে আমি তার ধ্যান ভঙ্গ করতে যাব। তখন মার পুস্পময় ধনু সংগ্রহ করে বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়ে বলল ,- " হে মৃত্যু ভীত ক্ষত্রিয় উঠ, আপন ধর্ম আচরন কর। বাণের দ্বারা ইহলোক জয় করে পরলোকে ইন্দ্রত্ব লাভ কর। তুমি রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করে, ভিক্ষাবৃত্তি

গ্রহণ করা উচিত নয়। তুমি আসন ত্যাগ করে উঠ । নশ্চেৎ এর দ্বারা তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করব। [৬৪]

কিন্তু বোধিসত্ত্ব কিছুতে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করে বজ্রাসনে উপবিষ্ট হলেন। তখন মার সর্বশক্তি দিয়ে সিদ্ধার্থের প্রতি তীর নিক্ষেপ করল। কিন্তু এতেও ভাবী বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব বিচলিত হলেন না। তখন মারের সেনাগণ পাহাড়, বৃক্ষ , গদা ও তরবারী হাতে নিয়ে বোধিসত্ত্বকে আক্রমণ করতে উদ্যত হল। এসব সেনাদের অনেকের আকার ছিল শূকর, মৎস্য,অশ্ব , গর্দভের মত বিভিন্ন রকমের । গায়ের রং ছিল বিচিত্র ধরনের । তদ্রূপ তাদের আচার আচরন সহ যুদ্ধ করার ধরনও ছিল বিভিন্ন রকমের । সকল সৈনিকেরা শাক্যমুনিকে আক্রমণ করার জন্য প্রভুর আদেশের জন্য অপেক্ষায় ছিল।

মার শাক্য মুনিকে আক্রমণ করবে জেনে আকাশ মলিন হল। পৃথিবী কাঁপতে লাগল। সমস্ত দিক সশব্দে জ্বলে উঠল। প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল। নক্ষত্র সমূহ জ্যোতিঃ হারাল। ধর্ম পরায়ণ সর্পগণ মহামুনির তপস্যা বিঘ্ন ঘটাতে পারে সেজন্য নিঃস্বাস ফেলতে লাগল। কিন্তু ভাবী বুদ্ধ গৌতম সিদ্ধার্থ মনে কোন বিকার না নিয়ে গো-গণের মধ্যে সিংহের মত বসলেন। এদিকে মার যখন তার সেনাকে আক্রমণের আদেশ দিল , তখন মার সেনাগণ গদা সহ বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে বিকট শব্দে মহাসত্ত্বকে আক্রমণ করার জন্য উদ্যত হল। কিন্তু মার সেনাদের সকল কৌশলই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। তখন মার সেনারা পর্বতশৃংগের মত জ্বলন্ত কাষ্ঠ খন্ড , জ্বলন্ত কয়লা , অংগার ইত্যাদি বর্ষণ আরম্ভ করল। কিন্তু সেসব অংগার রক্তপদ্মের পাঁপড়ীর মত বর্ষণ হল। শিলাগুলো মনোরম কুসুম বর্ষণে পরিণত হল। মার সেনাদের পঞ্চবাণ নিক্ষেপও ব্যর্থ হল। মারের এই ব্যর্থতার পর মহাসত্ত্ব গম্ভীর স্বরে বললেন,-

" হে মার , বৃথা শ্রম করোনা, হিংস্রভাব ত্যাগ কর, শান্ত হও। বায়ু যেমন মহাগিরি মেরুকে কম্পিত করতে পারে না, তেমনি তুমিও আমাকে কম্পিত করতে পারবেনা।

" তখন মারসেনা মনে মনে পরাজয় বরণ করে পলায়ন করল। তখন বোধিসত্ত্ব রজ ও তম গুণ ত্যাগ করে জয় লাভ করলেন। সে সময় সেখানে সুগন্ধিও সজল বৃষ্টি হতে লাগল।[৬৫]

মহাকবি কালিদাস বিরচিত কুমার সম্ভবম্ কাব্যেও মদন বা কামদেবের কথা উল্লেখ ছিল। মদনের স্ত্রী ছিল রতি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে , বুদ্ধ চরিত গ্রন্থে মারের তিন কন্যার মধ্যে রতি হল প্রথম। রতি হল কামদেবী। কাম হল ব্রহ্মচর্য হতে সাধকদেরকে সাধনার পথ হতে ভ্রষ্ট করা । ব্রহ্মচর্য রক্ষা দ্বারা দেহে জাত শুক্র উৎপন্ন হয়। এবং সে শুক্র হতেই ওজ ঋতুর উৎপন্ন হয়। এই ওজ ঋতু দ্বারাই মানুষের সৌন্দর্য , দৈহিক বল, ইন্দ্রিয়গণের স্ফুর্তি বুদ্ধি স্মরণশক্তি , ধারণা শক্তি বৃদ্ধি হয়। এই কারণে সাধন সিদ্ধি লাভ করতে হলে বীর্য ধারণ একান্ত প্রয়োজন। শাস্ত্রে বলা হয়েছেঃ-

" ন তঁপস্তপ ইত্যাহুব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তম্ম,
উর্দ্ধরেতা ভবেদ যস্তু স দেবো নতু মানুষঃ"[৬৫]

অর্থাৎঃ- ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ বীর্য ধারণই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা। যিনি এই তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, তিনিই মনুষ্য নামে প্রকৃত দেবতা।

যে সাধক উর্ধ্বরেতা, মৃত্যু তার ইচ্ছাধীন, বীরত্ব তার করায়ত্ত্ব ইচ্ছা করলে তিনি অদ্ভুত সাধন করতে পারেন। শুক্রের উর্ধ্বগমণে তিনি অতুল আনন্দ লাভ করে থাকেন। ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠায় বীর্য লাভ হয়। বীর্য সঞ্চিত হলে মস্তিস্কের প্রবল শক্তি সঞ্চারিত হয়। এ মহৎ শক্তির বলে মনের একাগ্রতা সাধন সহজ হয়। ব্রহ্মচর্যের বলে নরদেহে ব্রহ্মণ্য ও নারী দেহে সতীত্বের বিমল জ্যোতি বিকশিত হয়। কিন্তু দেখা যায় স্বধর্ম বিরোধী কামদেব এবং তার স্ত্রী রতি মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করার জন্য তপোবনে উপস্থিত হল। মহাদেবের ধ্যান ভংগ করার জন্য তপোবনে অকাল বসন্তের সৃষ্টি করলেন। কামদেবও পার্বতীর উপস্থিতিতে তার কামশর মহাদেবের উপর নিক্ষেপ করেছিল।

কুমার সম্ভব কাব্যে দেখা যায়, মহাদেব যখন তপোবনে বসন্তের আর্বিভাবে তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠল তিনি যখন চক্ষু উন্মেলিত করলেন, তখনই পার্বতীকে দর্শন করলেন।

পার্বতীর রূপ দর্শনে মহাদেবের দেহ-মনে চঞ্চলতার সৃষ্টি হল। মহাদেব যখন সতৃষ্ণ নয়নে উমার মুখপানে তাঁর দৃষ্টি নিবন্ধ করল, তখন উমা দেবীও পদ্ম দ্বারা বিরচিত মালা মহাদেবকে সমর্পণ করল। সে সময় মদন সম্মোহণ নামক বাণ নিক্ষেপ করল। এ সম্মোহণ বাণের প্রভাবে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ হয়েছিল। এ সম্পর্কে কুমার সম্ভব কাব্যে উল্লেখ আছে,-

" তপঃ পরামর্শঃ বিবৃদ্ধমন্যোর্ভ্রূভঙ্গদুষ্প্রেক্ষ্যমুখস্য তস্য
স্ফুরনুদর্চিঃ সহসা তৃতীয়াদক্ষ্নঃ কৃশানুঃ কিল নিস্পপাত "।[৬৬]

অর্থাৎঃ- তপোভংগ হেতু কোপাবিষ্ট মহাদেবের মুখ বিকট ভ্রুভঙ্গীতে অত্যন্ত ভীষণ হয়ে উঠল। এরপর তাঁর ললাটস্থ তৃতীয় চক্ষু হতে সহসা ঊর্ধ্বজ্বালা বিশিষ্ট অগ্নি নির্গত হল। সে সম্পর্কে কুমার সম্ভবম্ কাব্যে উল্লেখিত রয়েছে, মহেশ্বর শেষ পর্যন্ত পার্বতীকে অর্ধাঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করেন।

" অদ্য প্রভৃত্যবনতাঙ্গি! তবাস্মি দাসঃ
ক্রীতস্তপোভিরিতি বাদিনি চন্দ্রমৌলৌ।
অহ্নায় সা নিয়মজং ক্লমমুৎসসর্জ,
ক্লেশঃ ফলেন হি পুনর্ণবতাং বিধত্তে ॥ "[৬৭]

আমি অবনতাঙ্গী ! অদ্য হতে তোমার তপস্যাতে আমি কৃতদাস হলাম। চন্দ্রশেখর এ কথাগুলো বলা মাত্র তৎক্ষণাৎ পার্বতী যাবতীয় তপস্যাজনিত কষ্টে বিস্মৃত হলেন। হবারই ত কথা, কার্য সিদ্ধ হলে, তজ্জনিত ক্লেশ শরীরের স্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদন করে থাকে।

* উপসংহারঃ-

সর্বজ্ঞাতা ,সর্বদর্শী সম্যক সম্বুদ্ধ । ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বর্হিভূত বিষয় একমাত্র সম্যক সম্মুদ্ধ অর্হৎগণের পক্ষে জানা সম্ভব । তাই মার সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে, তা সাধারণ মানুষের জ্ঞানের বর্হিভুত । মার বলতে কোন জীব বা সত্ত্ব মানুষের চর্ম চক্ষুর অগোচরে থাকতে পারে যা বিশ্বাস করা ব্যতিত আর কিছুই বলা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ত্রিপিটকেও অন্যান্য ধর্ম - পুস্তকে মারের প্রাধাণ্যের কথা সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ রয়েছে।

মারকে চর্ম চক্ষুতে না দেখলেও সকল মানুষেই স্বাভাবিক ভাবে একথা অনুভব করতে পারে যে, নিজের মনের মধ্যে কুপ্রবৃত্তি ও সুপ্রবৃত্তি বলতে কিছু একটা রয়েছে। কু-প্রবৃত্তি নিজকে নীচুগামী করে এবং নিজের অন্তর্দাহ সৃষ্টি করে নিজকেই পীড়া দিয়ে থাকে । যতদিন মানুষ এ কু-প্রবৃত্তিকে পরিহার করতে পারবে না -ততদিন তার মুক্তি নেই । তাই বলা যায় , উননব্বই প্রকার কামাবচর চিত্তের মধ্যে যে সকল অকুশল , লোভ দ্বেষ ও মোহ মূলক চিত্ত রয়েছে , সবগুলো মার সদৃশ। এ মারের বশীভূত হয়ে মানুষ অধোগতি লাভ করে। আরো বলা যায়, মানুষ স্বপ্নে যে রূপ অশুভ বিষয় দর্শন করে , দুঃখ পায়, অথচ এর বাস্তবতা বলতে কিছুই নেই। চিত্তজাত অকুশল ভাবই-চিত্তে উৎপন্ন হয়ে পীড়া দিয়ে থাকে । মারও কি তবে চিত্তজাত অকুশল কর্মের প্রভাব, না শরীরি জীব যা প্রত্যক্ষদর্শীদেরই জানার বিষয়। সাধারণ লোকের পক্ষে অনন্যোপায় হয়ে বিশ্বাস করতে হয় মাত্র।

তবে সকলকে জানা উচিত, মানুষের চিত্তের মধ্যে লোভ-দ্বেষ-মোহের তাড়নায় মানুষ সর্বদা পাপ কর্মে লিপ্ত হচ্ছে। সে পাপ কর্ম দ্বারা মানুষ পাপগ্রস্থ হচ্ছে। পাপগ্রস্থ মানুষ নিজের মাণবিক গুণকে লুপ্ত করে নরকগামী হয়ে জন্মান্তরকাল ব্যাপি দুঃখ ভোগ করছে। এ পাপ শক্তি মার সদৃশ। তাই জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই মারের প্রভাব হতে মুক্ত হওয়ার জন্যে ত্রিরত্নের শরণাপন্ন হয়ে মার রাজ্যের উর্ধ্বে চলে যান। এতে মনুষ্য জীবন সার্থক হয়।

এ প্রপঞ্চময় বিশ্বে মানুষ ত্রিতাপে দগ্ধ হচ্ছে। ত্রিতাপে দগ্ধ হয়ে মানুষ জন্মান্তর কাল ধরে দুঃখ ভোগ করছে। দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত হয়ে মানুষ মুক্তির পথ খোঁজে পায়না। যাঁরা মুক্তির সন্ধানে সাধনার পথে অগ্রসর হচ্ছেন, মার তাঁদেরকে নিজ অধীনে আনার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। যাঁরা দৃঢ়চেতা নয়, তারা মারের প্রভাবে পড়ে, সংসারে বিভিন্ন ধরনের অপকর্ম করে নিজেই নারকীয় দুঃখ ভোগে এবং অন্যদেরকেও এ দুঃখের ভাগী করে। তাই মারের প্রভাব হতে মুক্ত হতে হলে মানুষকে প্রজ্ঞাবান হতে হবে। স্বীয় বীর্য বলে মারের প্রভাবের গভীর বাইরে গিয়ে জীবনকে সার্থক করতে না পারলে দুর্লভ মনুষ্য জীবন লাভ বৃথায় পর্যবসিত হবে।

সংস্কৃত সাহিত্যেও এ মারকে সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ , তাপন ও স্তম্ভন বলা হয়েছে। সংস্কৃতে উল্লেখ আছে,-

" সম্মোহনোম্মাদনৌ চ শোষণ স্তাপন স্তথা,
স্তম্ভনশ্চেতি কামস্য পঞ্চবাণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। [৬৮]

এ জন্য দেখা যায় মার বিভিন্ন শাস্ত্র গ্রন্থেও এর নাম উল্লেখ হয়েছে। অতএব, আত্মশুদ্ধিও আত্মমুক্তির জন্য মারের প্রভাব হতে নিজকে মুক্ত রাখার জন্য চেষ্টা করা সকলের কর্তব্য।

সমাপ্ত

শ্রীমৎ ধর্ম রক্ষিত মহাথের কর্তৃক রচিত /সম্পাদিত ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর নাম ঃ-

প্রকাশিত গ্রন্থ	প্রকাশকাল ও প্রকাশক
১। ময়নামতীর ইতিকথা	১ম সংস্করন -১৯৬৮ সাল ২য় সংস্করন -১৯৬৯ সাল ২৫১৩ বুদ্ধাব্দ- ১৩৭৬ বঃ প্রকাশকঃ- সম্বোধি সোসাইটি অব্ বাংলাদেশ।
২। বাংলার সত্যসূর্য অতীশ দীপংকর	১৯৭৯ খৃঃ, ১৩৮৫ব ঃ, কুমিল্লা।
৩। বিনয়াচার্য বংশদীপ	প্রকাশক ঃ শ্রী প্রদীপ কুমার বড়ুয়া গ্রাম ঃ বেলখাইন, ডাকঃ বুধপাড়া পটিয়া - চট্টগ্রাম। ১৯৮৯খৃঃ-১৩৮৭বঃ
৪। বৈশাখী পূর্ণিমা	প্রকাশক ঃ বিমলজ্যোতিঃ ভিক্ষু জয়নগর লাকসাম , কুমিল্লা। ১৯৮৩ খৃঃ, ১৩৯০ বঃ
৫। বৃদ্ধ ও মৌর্যযুগে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম	১৯৮৪ খৃঃ -১৩৯১ বঃ কুমিল্লা।
৬। থিওসফিকেল সোসাইটির ইতিবৃত্ত	প্রকাশক ঃ টি, এস , লজ, কুমিল্লা। ১৯৮৫ খৃঃ
৭। জীবন সাধক পূর্নানন্দ মহাথের	প্রকাশিকাঃ সতীরানী বড়ুয়া মহামুনি পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম। ১৩৯১ খৃঃ, ১৩৯৮ বঃ
৮। পালি পাঠমালা(নবম ও দশম শ্রেনীর পাঠ সহায়িকা)	প্রকাশক ঃ ধর্মরক্ষিত কল্যান ট্রাষ্ট, বেপাড়ীপাড়া, রত্নাঙ্কুর বিহার, চন্দনাইস , চট্টগ্রাম । ১৯৯০ সন

৯। বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে রামমোহন চক্রবর্তীর অবদান	প্রকাশক ঃ শীলা প্রকাশনী, রাংগামাটি , পার্বত্য চট্টগ্রাম।১৯৯৪ খৃঃ
১০। কুমিল্লা জেলার ইতিকথা -(যৌথ লেখক)	প্রকাশক ঃ জেলা পরিষদ, কুমিল্লা । ১৯৮৭ খৃঃ
১১। বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা - (যৌথ লেখক)- (তৃতীয় শ্রেনী)	প্রকাশনা ঃ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্কক বোর্ড , ঢাকা ১৯৯৫খৃঃ
১২। বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা - (যৌথ লেখক) -(৫ম শ্রেনী)	প্রকাশক ঃ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্কক বোর্ড , ঢাকা ১৯৯৬ খৃঃ
১৩। The Singha Buddhist Community of Bangladesh (Book let)	১ম সংস্কার ঃ১৯৯৭ খৃঃ - কুমিল্লা ২য় সংস্কার ঃ ১৯৯৯ মিঃ পরিমল বড়ুয়া, আমেরিকা
১৪। Buddhisum in comilla , Bangladesh(Book let)	১ম সংস্করন-১৯৯৭ খৃঃ - কুমিল্লা মিঃ তপন বড়ুয়া,-আমেরিকা ২য় সংস্কার -১৯৯৯ খৃঃ - কুমিল্লা
১৫। পালি সিলেকশনস্ (যুগ্ম লেখক) (একাদশ /দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্য)	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত প্রকাশক, প্রগতি ট্রেডাস বাংলা বাজার , ঢাকা ১৯৯৯ খৃঃ

শ্রীমৎ ধর্ম রক্ষিত মহাথের কর্তৃক

প্রকাশনা ও সম্পাদনা

প্রকাশিত গ্রন্থ	প্রকাশকাল ও প্রকাশক
১। কুমিল্লা কনকস্তূপ বিহারের ইতিকথা লেখক-ডাঃ রবীন্দ্রনাথ বড়ুয়া	প্রকাশকঃ-সম্বোধিসোসাইটি অব্ বাংলাদেশ , কুমিল্লা। ১৯৬৭খৃঃ
২। অতীশ দীপঙ্কর লেখক-রাসমোহন চক্রবর্তী	প্রকাশকঃ- সম্বোধিসোসাইটি অব্ বাংলাদেশ, কুমিল্লা। ১৯৬৭খৃঃ
৩। Contributions of Comilla to the Buddhist Culture in ancient times By -Rash Mohan Chakravarty.	1st - Edition - 1980 2nd- Edition - 1982 2nd- Edition - 1984 Publisher - Mr. p.k. Chahma diginala.
৪। Lord Buddha and his message BY- Rash Mohan Chakravarty	-1984 - Publisher - Sambodhi Society of Bangladesh , Comilla
৫। মাঘী পূর্ণিমা ও তথাগতের অন্তিম দেশনা লেখক - রাসমোহন চক্রবর্তী	২৫১২ বুদ্ধাব্দ প্রথম সংস্করন ২৫২৬ বুদ্ধাব্দ প্রথম সংস্করন প্রকাশকঃ-সম্বোধি সোসাইটি অব্ বাংলাদেশ।
৬। রোহিতগিরি -(সম্পাদক) কুমিল্লা বৌদ্ধ ভিক্ষু সমিতির মুখপত্র - ১ম সংখ্যা	১৯৯৫ খৃঃ কনকস্তুপ বিহার , কুমিল্লা।

বিঃদ্রঃ - বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন পত্র - পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা-প্রায়১৪৫টি।

" তথ্যনির্দেশ"

৫২

No- 169

২। সুত্ত নিপাত	সাধনানন্দ মহাস্থবির , রাঙামাটি ১৯৮৭ সাল- ১১০ও ১১৩ পৃঃ
৩।মহাপরিনির্বান সূত্র-	ধর্মরত্ন মহাস্থবির, রাজবিহার, রাজানগর ,চট্টগ্রাম - ১৯৪১ খৃীঃ ৬৪পৃঃ
৪। সংযুক্ত নিকায়	প্রজ্ঞালোক থের ,রেংগুন ১৯৩৬ খৃঃ ১১৭ পৃষ্ঠা
৫। বুদ্ধ চরিত	কবি অশ্বঘোষ, বংগানুবাদ কলিকাতা - ১৬৮ পৃঃ
৬। Concise pali English Dictionary-	Buddhadatta Mahattero, Colombo , 1957, 136 and 208 page.
৭। মহাপরিনির্বাণ সূত্র	প্রাগুক্ত - ২১০পৃঃ
৮।সারথ প্রকাশনী	॥-১৬৯ পৃঃ
৯। মহাপরিনির্বাণ সূত্র	॥- ২১১ পৃঃ
১০। শ্রীমদ্ভগবত গীতা যথাযত-	ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ২/২২ শ্লোক- ১০১ পৃঃ
১১। স্বধর্ম দীপিকা -	বিমলানন্দ স্থবির - ২৫৯ পৃঃ চট্টগ্রাম- ১৩৪০
১২। বনভন্তের দেশনা ২য় খন্ড	ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া ,রাজবান বিহার,

	রাঙ্গামাটি - ১৯৯৫ খৃঃ
১৩। সংযুক্ত নিকায় পঠম বর্গ	প্রজ্ঞালোক থের , বৌদ্ধ মিশন প্রেস রেংগুন -১১৫ পৃঃ -১৯৩৬পৃঃ
১৪। ঐ	ঐ - ১১৬ পৃঃ
১৫। ঐ	ঐ - ১২০ পৃঃ
১৬। ঐ	ঐ - ১২০ পৃঃ
১৭। ঐ	ঐ - ১২২ পৃঃ
১৮। ঐ	ঐ - ১৩০ পৃঃ
১৯। ঐ	ঐ - ১৪১ পৃঃ
২০। The Buddha and his teachings.	- Narada publish by Singapore Buddhist meditation center -16 page.
২১। ঐ	ঐ
২২।মেঘদূতম্	কুমুদ রঞ্জন রায়, কলিকাতা ১৯৫৮, ৯পৃঃ
২৩। Intermedite pali seleetion -	Test book board , Dhaka 1961 - 30 page.
২৪। ললিত বিস্তর -	মিথিলা ইননিষ্টিউট দ্বারভাঙ্গাঁ ভারত, ২১০পৃঃ
২৫। সদ্ধর্ম রত্নাকর -	ধর্মতিলক স্থবির , বৌদ্ধ মিশন প্রেস রেঙ্গুন - ১৯৩৬খৃঃ ২৩৭ পৃঃ
২৬। জাতক নিদান -	ধর্ম পাল ভিক্ষু-কলিকাতা ১০৩ পৃঃ
২৭। ঐ -	॥ - ১০৩ - ১০৪পৃঃ
২৮। ঐ -	ঐ -
২৯। ঐ -	ঐ -১০৫-১০৬ পৃঃ

৩০। ঐ -	ঐ - ১০৯পৃঃ
৩১। ঐ -	প্রাগুক্ত -১১০ পৃঃ
৩২। ঐ -	প্রাগুক্ত -১১১ পৃঃ
৩৩। ঐ -	প্রাগুপ্ত -১১১ - ১১২ পৃঃ
৩৪। ঐ-	॥-১১২ পৃঃ
৩৫। মহাপরিনির্বাণ সূত্র-	ধর্মরত্ন মহাস্থবির প্রবর্তক প্রেস চট্টগ্রাম- ১৯৪১খৃঃ ৬২ পৃঃ
৩৬। ঐ-	ঐ- ৬৩ পৃঃ
৩৭। ঐ-	॥ - ৬৪ পৃঃ
৩৮। মাঘী পূর্ণিমা ও তথাগতের অন্তিম দেশনা	রাসমোহন চক্রবর্ত্তী সম্বোধি গ্রন্থমালা - ৮ সিংহ প্রেস -কুমিল্লা- ১৫২৬ খৃঃ ৪ পৃঃ
৩৯। ঐ -	ঐ - ৪ পৃঃ
৪০। ঐ -	ঐ - ৫ পৃঃ
৪১। মহাপরিনির্বাণ সূত্র	প্রাগুপ্ত - ৭১ পৃঃ
৪২। ঐ -	॥ - ৮২ পৃঃ
৪৩। ঐ -	॥ - ৮২ পৃঃ
৪৪। ঐ -	॥ - ৮২ পৃঃ
৪৫। ধম্মপদ -	বনশ্রী ভিক্ষু ; প্রবারণা পূর্ণিমা ১৫১৯ খৃঃ চট্টগ্রাম পৃঃ ১০৫ শ্লোক - ২৭৪ নং
৪৬। ঐ -	ঐ - ২৭৬ পৃঃ
৪৭। ঐ -	ঐ - ২৩, ৫৭ পৃঃ
৪৮। মহাবগ্গ(পালি)	শ্রীমৎ ধর্মপ্রিয় ভিক্ষু বৌদ্ধ মিশন ।

	প্রেস -রেংগুন-১৯৪০ - ৪৭১ পৃঃ
৪৯। মধ্যম নিকায় -	ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া কলিকাতা- ১৯৪০ খৃঃ ৩৫৪ পৃঃ
৫০। মধ্যম নিকায়-	ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া কলিকাতা- ১৯৪০ খৃঃ ৩৫৬ পৃঃ
৫১। ॥	॥ - ৩৫৮ পৃঃ
৫২। ॥	॥ - ৩৫৮ পৃঃ
৫৩। ॥	॥ - ৩৫৮পৃঃ
৫৪। ॥	॥- ৩৬১-৩৬২পৃঃ
৫৫। থেরী গাথা	ভিক্ষু শীলভদ্র, কলিকাতা ১৩৫৭ বাং ৭৮ পৃঃ
৫৬। ॥	ঐ - ৭৯ ॥
৫৭। ॥	ঐ - ৭৮ ॥
৫৮। ॥	
৫৯। ॥	ঐ -৯১-৯২ পৃঃ
৬০। ॥	ঐ -৯৩ পৃঃ
৬১। ॥	ঐ -১০৭পৃঃ
৬২। বিমান বত্থু	বিশুদ্ধানন্দ মহাথের পুনঃ মুদ্রণ-তাই ওয়ান ১৯৮ পৃঃ
৬৩। বুদ্ধ চরিত-,	অশ্বঘোষ- কলিকাতা- ১৬৮পৃঃ
৬৪। ॥	॥ - ॥ - ৮৪ পৃঃ
৬৫। নিগমধারা-	স্বামী অদ্বৈতানন্দ, ৮পৃঃ

৬৬। কুমার সম্ভবম্- গুরুনাথ বিদ্যানিধি- কলিকাতা
১৯৪০ খৃঃ ১২১পৃঃ

৬৭। ॥ ঐ- ২০০ পৃঃ

৬৮। প্রকৃতিবাদ অভিধান- রামকমল বিদ্যালংকার
কলিকাতা-১৯২৩ খৃঃ
পৃষ্ঠা নং- ৯৯৬

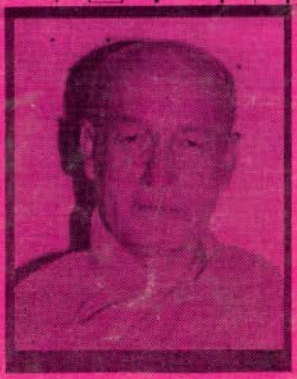

লেখক পরিচিতি :-

এ গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক ধর্ম রক্ষিত মহাথের চল্লিশ দশকের প্রথম দিকে কুমিল্লা জেলার , লাকসাম থানাধীন কোঁয়ার নামক গ্রামে এক মধ্যবিত্ত বৌদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কিশোর বয়সে গৃহত্যাগ করে ভারত বাংলাদেশের বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য, পন্ডিত বিনয়াচার্য বংশদীপ মহাস্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যা ধর্ম গ্রহণ করেন। নিজ অধ্যবসায় তিনি মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা লাভ করে পালি ও সংস্কৃত ভাষায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। ষাট দশক হতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় , ধর্ম সাহিত্য -দর্শন ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধাদি রচনা করেন। থিয়োসফি বিষয়ক প্রবন্ধাদি সহ - সনাতন ধর্ম সম্পর্কীয় অনেক প্রবন্ধ লেখেন। বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন পত্রিকায় সে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ হয়। তাঁর প্রবন্ধ সংখ্যা প্রায় ১৪৫ টি।

এছাড়াও মহাথের বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক শিক্ষাবোর্ড এর অনুমোদন ক্রমে যৌথভাবে প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেনীর জন্য বৌদ্ধধর্ম ও পালি সিলেকসন্সস্ রচনা করেন। লেখক বর্তমানেও লালমাই ডিগ্রি কলেজে পালি বিভাগে অধ্যাপনা , বাগমারা উচ্চ বিদ্যালয়ে বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষকতা এবং কুমিল্লা কনকস্তূপ বৌদ্ধ বিহারে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত সম্বোধি পালি ও সংস্কৃত কলেজে রীতিমত অধ্যাপনা করে আসছেন। তাঁর গবেষণা মূল্যক অধ্যয়ন ও রচনা আজো অব্যাহত রয়েছে।

তিনি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে ইতিহাস বিষয়ে মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠ করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিভিন্ন ধর্ম ও সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত থেকে আত্ম-পরহিতে নিজকে নিয়োজিত রেখেছেন।